শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিভাগের আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

ক্র: নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভূক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন – সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন – সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	শিল্প মন্ত্রণালয়	৪টি	৪টি	-	-	-	২টি	১৫% হতে ১০০%	২টি	৬.৩০% হতে ৫৩.০০%

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা : ০৪টি

২। সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকাল :

ক্র:নং	প্রকল্পের নাম	প্রর্কত ব্যয়	প্রকৃত মেয়াদ
১.	''এষ্ট্যাবলিশমেন্ট অফ অ্যান অরগানিক ব্যায়ো-ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট ফ্রম প্রেস-ম্যাড অ্যাট কেরু'স সুগার মিলস্ (২য় সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্প	৭১৯.১৩	নভেম্বর ০৯-ডিসেম্বর ২০১২
২	'বেনারশী পল্লী উন্নয়ন-রংপুর' শীর্ষক প্রকল্প ।	১১২.৫৬	জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৩
৩.	*" ফর্টিফিকেশন অব এডিবল অয়েল ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রকল্প*	২৪৭৯.০০ (২২৩৩.২৫)	জানুয়ারী/২০১০ হতে জুন/২০১৩
৪	'বিএমআর অব ফরিদপুর সুগার মিলস লিমিটেড (২য় সংশোধিত)'	পিসিআর না পাওয়ায় প্রকৃত ব্যয় জানা যায়নি ।	জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৩

৩। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ :

- নতুন অংগ হিসেবে কম্পোষ্ট-বেড নির্মাণ কাজের অন্তর্ভূক্তি এবং এর ফলে অতিরিক্তি ব্যয় বৃদ্ধি;
- মোটরযান খাতে অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি; এবং
- নতুন অংগ হিসেবে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ক্রয়/কার্যাদি অন্তর্ভূক্তি এবং এর ফলে অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি ।
- নতুন অংগ হিসেবে সৌর প্যালেন স্থাপন অন্তর্ভূতি এবং এর ফলে অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি; এবং
- নির্মাণখাতে কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং এর ফলে ব্যয় বৃদ্ধি ।
- উপরোক্ত কারণে প্রকল্পের সংশোধন প্রয়োজন হয় এবং এতে প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি হয় ।

৪। সমাপ্তকৃত প্রকল্পের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ :

''এষ্ট্যাবলিশমেন্ট অফ অ্যান অরগানিক ব্যায়ো-ফাটিলাইজার প্ল্যান্ট ফ্রম প্রেস-ম্যাড অ্যাট কেরু'স সুগার মিলস্ (২য় সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্প	
সমস্যা	সুপারিশ
৪.১ প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১১ হলেও প্রকল্পটি অনুমোদিত হয় ১১-১১২০০৯ খ্রি: তারিখে । অর্থাৎ প্রকল্পটি জুলাই ২০০৯ থেকে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও প্রথম পাঁচ মাস অতিবাহিত হয়েছে কেবল প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াজনিত কারণে।	৪.১ ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুমোদন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত কাজে যেন অস্বাভাবিক বিলম্ব না ঘটে, সে বিষয়ে সংস্থা, মন্ত্রণলয় এবং পরিকল্পনা কমিশন সচেষ্ট থাকবে ।
৪.২ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে অর্থ বিভাগের জনবলের ধরন ও সংখ্যা নির্ধারণ-সম্পর্কিত কমিটি'র সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত নেই । উক্ত কমিটির সুপারিশ ব্যতিরেকে প্রকল্পটি	৪.২ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে অর্থ বিভাগের জনবলের ধরন ও সংখ্যা নির্ধারণ সম্পর্কিত কমিটির সুপারিশ অন্তর্ভূক্ত নেই। উক্ত কমিটির সুপারিশ

প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে, যা পরিকল্পনা শৃংখলার ব্যত্যয় বলে প্রতীয়মান হয়।	ব্যতিরেকে প্রকল্পটি প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে , যা পরিকল্পনা শৃংখলার ব্যত্যয় বলে প্রতীয়মান হয় । এ বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশন ব্যাখ্যা প্রদান করবে ।
৪.৩ (ক) এরো-টিলার যন্ত্র ক্রয়ের জন্য অনুমোতিদ আরডিপিপিতে সিএফআর কাতে মোট বরাদ্দকৃত অর্থের (১৯৭.৮৯ লক্ষটাকা) অতিরিক্ত ৩.২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করে মোট ২০১.০৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে । এছাড়া, অন্যান্য মাশুল কাতে অনুমোদিত বরাদ্দ (১.৩৪ লক্ষ টাকা) অপেক্ষা অতিরিক্ত ০.১১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। (খ) স্থানীয় যন্ত্রপাতি খাতে অনুমোদিত বরাদ্দের (১৩৪.০০ লক্ষ টাকা) অতিরিক্ত ০.৫১ লক্ষ টাকা তথা মোট ১৩৪.৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। পল্লী বিদ্যুতের সংযোগ ফি বৃদ্ধির দরুণ এ অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে মর্মে সমাপ্তি প্রতিবেদনে উল্লেক আছে; তবে পল্লী বিদ্যুতের সংযোগ ফি এখনও প্রদান করা হয়নি । পল্লী বিদ্যুতের সংযোগ ফি বাবদ সংস্থানকৃত অর্থ প্রকল্পের ব্যাংক হিসাব থেকে কেরু এন্ড কোং (বাংলাদেশ)লি:এর ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে এবং সমাপ্তি প্রতিবেদনে এ খাতে ব্যয় হয়েছে মর্মে প্রদর্শন করা হয়েছে। অনুমোদিত বরাদ্দ অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয় পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃংখলার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের জন্য প্রকল্প সংশোধন করা প্রয়োজন ছিল, যা অনুসরণ করা হয়নি ।	৪.৩ (ক) ও (খ) এ উল্লেখিত অনুমোদনহীন অতিরিক্ত ব্যয় কিসের ভিত্তিতে করা হয়েছে, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন । প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিষয়টি খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । তাছাড়া, পল্লী বিদ্যুতের সংযোগ না পেয়েই অনুমোদনহীনভাবে সংযোগ ফি এর পরিমাণ বৃদ্ধি এবং এ অর্থ প্রকল্পের ব্যাংক হিসাব থেকে কেরু এন্ড কোং (বাংলাদেশ) লি: এর ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তরের বিষয়ে প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি'র সুপারিশ এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন আছে কি-না, তার ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে । শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক সমগ্র বিষয়টি খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। পল্লী বিদ্যুতের সংযোগ প্রাপ্তির সর্বশেষ অবস্থা এবং সংযোগ পেয়ে থাকলে কী পরিমাণ ফি প্রদান করা হয়েছে, তা আইএমইডি-কে জানাতে হবে, এবং অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে ফেরত প্রদান করতে হবে ।
<u>'বেনারশী পল্লী উন্নয়ন-রংপুর' শীর্ষক প্রকল্প ।</u>	
৪.৪ ক) ৩৯ জন তাঁতীকে ১৯.৩৯ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। (খ) বিপনন ও প্রদর্শনী কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ হলেও তা অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। (গ) অব্যয়িত সম্পূর্ণ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়নি।	৪.৪ ক) এ প্রকল্পের আওতায় ৩৪ জন তাঁতীর মধ্যে মাত্র ১০ জন ঋণের অর্থ ফেরত প্রদান করেছেন। ১৯.৩৯ লক্ষ টাকার বিপরীতে মাত্র ৯.০০লক্ষ টাকা পরদির্শন সময় পর্যন্ত আদায় হয়েছে। অর্থাৎ প্রদত্ত ঋণ আদায়েন হার খুবই হতাশাজনক। এ ঋণ নিয়মিত আদায়ের ব্যপারে বিসিক অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। শিল্প মন্ত্রণালয়কে বিষয়টি নিয়মিত তদারকি করতে হবে। এছাড়া একজন ঋণ আদায়কারী কর্মকর্তার নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (খ) প্রায় ছাব্বিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত দ্বিতল বিশিষ্ট ভবনটি দীর্ঘ দিন ব্যবহৃত না হওয়ায় এর টেবিল চেয়ার, আসবাব পত্র, ফ্যান, লাইট ইত্যাদিতে ধুলো বালি জমে গিয়েছে। ভবনের নিচ তলায় যে দুটি লুম স্থাপন করা হয়েছে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু না থাকায় তাও অযত্নে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ভবনের দেয়াল ও ফ্লোর অপরিচ্ছিন্ন ও নোংরা হয়ে গেছে। উভয় ফ্লোরে নির্মিত টয়লেট ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তাই ভবনটি ব্যবহারের লক্ষ্যে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করত: ভবন এবং ভবনে রক্ষিত যন্ত্রপাতি সংরক্ষণের বিষয়টি শিল্প মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে (গ) প্রকল্প সমাপ্তির প্রায় দু'বছর পার হলেও প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান না করা আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃঙ্খলা পরিপন্থী। এ বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

"ফটিফিকেশন অব এডিবল অয়েল ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রকল্প	
৪.৫ (ক) "ফটিফিকেশন অব এডিবল অয়েল ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রকল্প শেষ হয়ে যাওয়ায় প্রায় সকল প্রতিষ্ঠান ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' মিশ্রন বন্ধ রেখেছে। গত নভেম্বর ২০১৩ মাসে এ সংক্রান্ত পাশ হওয়া আইনের কয়েকটি ধারার সাথে ভোজ্য তেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সমিতি কর্তৃক একমত না হওয়ায় আইনটির কার্যকারিতা স্থগিত চেয়ে আদালতে রিট করা হয়েছে। এ কারণে আইনের প্রয়োগ আপাতত বন্ধ রয়েছে। (খ) শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার হ্রাসকরণ প্রকল্পের একটি উদ্দেশ্য হলেও এর কোন প্রতিবেদন বা তথ্য পাওয়া যায়নি।	৪.৫ (ক) বেশ কয়েকটি ভোজ্য তেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান প্রকল্প চলাকালে ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণের প্রক্রিয়া গ্রহণ করলেও বর্তমানে তা বন্ধ রয়েছে। প্রকল্প মেয়াদ সমাপ্ত হলেই এ প্রক্রিয়া যেন বন্ধ হয়ে না যায় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ইতোমধ্যে পাশ হওয়া ''ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ ও ভিটারিম 'এ' সমৃদ্ধ ভোজ্য তেল বিক্রয়, সংরক্ষণ, সরবরাহ, বিপণন বা বাজারজাতকরণ বাধ্যতামূলক এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান কল্পে প্রণীত আইন '' শীর্ষক দ্রুততম সময়ে কার্যকর করার পদক্ষেপ শিল্প মন্ত্রণালয়কে গ্রহণ করতে হবে। (খ) প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হিসাবে শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার হ্রাস এবং গর্ভবতী মহিলাদের রোগগ্রস্ততা দূরীকরণের উল্লখ থাকলেও এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি, এতে প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জিত না হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিষয়টি শিল্প মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখবে।
'বিএমআর অব ফরিদপুর সুগার মিলস লিমিটেড (২য় সংশোধিত)'	
৪.৬ প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণের জন্য নির্ধারিত। কিন্তু প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার পর দুই বছরেরও বেশী সময় অতিবাহিত হয়েছে । অদ্যাবধি এর পিসিআর আইএমইডিতে পাওয়া যায়নি। সময়মত পিসিআর প্রদান না করার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন।	৪.৬ প্রকল্প সমাপ্তির পর দুই বছরের বেশী সময় অতিবাহিত হওয়া সত্বেও এর পিসিআর প্রদান না করার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকসহ পিসিআর প্রস্তুত করণ ও প্রেরণের সাথে জড়িতদের দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে তাদের বিরুদ্ধে শিল্প মন্ত্রণালয়কে সুনির্দিষ্ট শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।
৪.৭ পরিদর্শনে উপরোক্ত (৮.৫.১-৮.৫.২) যন্ত্রপাতিসমূহ স্থাপন করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় । তবে Shreder স্থাপন করা হলেও শুরু থেকেই তা চালানো যায় না। এটি চালালে আখের রস বিকট শব্দে বাস্পকারে ধোয়াচ্ছন্ন হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।এ ধোয়াচ্ছন্ন রস মিল হাউজে প্রবেশ করার ফলে চিনি উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং কারখানার পরিবেশ নষ্ট হয়। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই এমনটি হয় বলে স্থানীয় কর্মকর্তাগণ অবহিত করেন । এ ত্রুটি অদ্যাবধি চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন সংশোধনের উদ্যোগ নেয়নি বলে জানা যায়।	৪.৭ Shreder যন্ত্রটি স্থাপন করা হলেও শুরু থেকেই যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে চালানো যায় না। Warranty Period এর মধ্যে এটি প্রতিস্থাপন/সচল করার উদ্যোগ কেন নেয়া হয়নি তা মন্ত্রণালয় তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৪.৮ এ ছাড়া মিল হাউজের জন্য প্রয়োজনীয় Donnelly Chute প্রকল্প স্থানে খোলা অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান পর্যাপ্ত জায়গার অভাবে উক্ত যন্ত্রটি স্থাপন করা যায়নি। অর্থাৎ যন্ত্রটি ব্যবহার করা যাবে কিনা তা পরীক্ষা করা ছাড়াই এটি ক্রয় করা হয়েছে এবং এক্ষণে এটি নষ্ট হচ্ছে। বিষয়টি সরকারী অর্থ ব্যয়ে শিথিলতা প্রদর্শনেরই নামান্বর। এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।	৪.৮ মিল হাউজের জন্য প্রয়োজনীয় Donnelly Chute যন্ত্রটি ব্যবহার করা যাবে কিনা তা পরীক্ষা না করেই ক্রয় করে ফেলে রাখা সরকারী অর্থ অপচয়ের শামীল। বিষয়টি তদন্ত করে শিল্প মন্ত্রণালয় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৪.৯ সুগার মিলের কর্মপরিবেশ অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা অবস্থায় পাওয়া যায়। কর্মকর্তাগণ জানান মিলটির রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলতে থাকায় পরিবেশ নোংরা হয়ে গেছে। এ অবস্থার শীগ্রই উন্নতি হবে বলে তিনি অবহিত করেন।	৪.৯ সুগার মিলের অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা কর্মপরিবেশ উন্নত করার আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

"ফর্টিফিকেশন অব এডিবল অয়েল ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)

১। প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং নারায়ণগঞ্জ
২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : শিল্প মন্ত্রণালয়
৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগ : শিল্প মন্ত্রণালয়
৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৩৩১.৯৯ (২০৯৮.০৩)	২৪২২.২০ (২১০৪.১৯)	২৪৭৯.০০ (২২৩৩.২৫)	জানুয়ারী/২০১০ হতে ডিসেম্বর/২০১২	জানুয়ারী/২০১০ হতে জুন/২০১৩	জানুয়ারী/২০১০ হতে জুন/২০১৩	৬.৩০	১৮.০০

৫। <u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ</u>

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক)	রাজস্ব ব্যয়					
১	Monitoring & Evaluation cost by UNICEF	L/S	৯৬.০২		৯৬.০২	১০০.০০
২	প্রেষণ ভাতা	-	১.৫০		-	-
৩	অফিস ভাড়া	৬০০ বঃফুঃ	২১.৬০		-	-
৪	যন্ত্রপাতি এবং যানবাহন সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ	L/S	১৫.৬১		১২.৭৫	১০০.০০
৫	ছাপা, প্রকাশনা এবং ষ্টেশনারী	L/S	৩০.০৬		২২.৮০	৭৫.৮৪
৬	ট্রেনিং, সেমিনার,কনফারেন্স	L/S	৪৪.২১		৪৪.২১	১০০.০০
৭	অন্যান্য সংগঠনের ব্যয় (ল্যাবরেটরি, কমিউনিকেশন, কনসালটেন্সী ও রিসার্চ এজেন্সী)	L/S	১৩৩.৯৭		১৩৩.৯৭	১০০.০০
৮	জরিপ	L/S	১০০.১৩		০.০০	০.০০
৯	অডিট	L/S	৪.২০		০.০০	০.০০
১০	টেলিকমিউনিকেশন এবং পোষ্টেজ	L/S	১.৪০		১.০৪	১০০.০০
১১	ট্রাভেল কস্ট	L/S	১৬.৬১		১৪.৫৫	১০০%
১২	অন্যান্য ব্যয়	L/S	৯.২০		৯.২০	১০০%
১৩	যানবাহন রেজিষ্ট্রেশন ফি	2	৫.৭১		৫.৭১	১০০%
১৪	প্রি মিক্স (ভিটামিন এ)	L/S	১৩৭২.১১		১৩৭২.১১	৮৩.১৪%
১৫	ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়াডিং	L/S	২৫.০০		২৫.০০	১০০%
১৬	ইউনিসেফ কষ্ট রিকভারি	৭% of PA	১৩৭.২৫		১৩৭.২৫	১০০.০০
	উপমোটঃ (ক) রাজস্ব ব্যয়	-	**২০১৪.৫৮**		**১৮৭৪.৬১**	**৯৩.০৫**
১৭	অফিস ফার্ণিচার	L/S	১.০৪		১.০২	১০০.০০

ক্রঃ নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৮	যানবাহন	জীপ-১,মাইক্রো বাস-১টি	৪০.৪৫		৩৯.৬৮	১০০.০০
১৯	যন্ত্রপাতি	মাইক্রোফিডার/ডোজিং পাম্প-২০টি,কোয়ালিটি টেস্টিং মেশিন-১২টি,এইচপিএলসি মেশিন-২টি, কম্পিউটার-২টি, ইউপিএস-২টি,ল্যাপট-১টি,মাল্টিমিডিয়া-১টি,প্রিন্টার-২টি, ফটোকপিয়ার-১টি, কোয়ালিটি কন্টোল কিটস-৩০টি	১০৮.১৩		১০৮.১৩	১০০.০০
২০	সিডিভ্যাট	L/S	২৫৮.০০		২০৮.০০	১০০.০০
	উপমোটঃ (খ) মূলধন ব্যয়		**৪০৭.৬২**		**৩৫৬.৮৩**	**৮৭.৫৪**
	সর্বমোট (ক+খ)		**২৪২২.২০**		**২২৩১.৪৪**	**৯২.১৩**

৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ

২০১২ সালের মধ্যে শতভাগ ভোজ্য তেলে ভিটামিন ‘এ’ মিশ্রিত করার কথা থাকলেও সকল ভোজ্য তেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এ কর্মসূচীতে না আসায় তা করা যায়নি। এছাড়া বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য ৭ জনের প্রভিশন প্রকল্প প্রস্তাবে থাকলেও ফান্ডের অপর্যাপ্ততার কারণে ৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৭। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

(ক) প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের জনগণের বিশেষকরে মহিলা ও শিশুদের মধ্যে ভিটামিন ‘এ’ এর অভাব নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মৃত্যুর হার হ্রাস করণ । এ উদ্দেশ্য অর্জনে নিম্নের লক্ষ্যগুলি নির্ধারণ করা হয়েছে :

(১) ২০১২ সালের মধ্যে দেশে পরিশোধনযোগ্য শতভাগ ভোজ্য পাম এবং সয়াবিন তেলে প্রতি কিলোগ্রামে ২০,০০০ International Unit (IU) লেভেলে ভিটামিন ’এ’ সমৃদ্ধকরণ ।

(২) পরিশোধিত ভোজ্য তেল ২০১২ সালের মধ্যে ৫ বছরের নীচের ১৬.১ মিলিয়ন শিশু, ৬-১৯ বছরের ৪২ মিলিয়ন শিশু এবং ৩২.১ মিলিয়ন reproductive মহিলাদের ব্যবহারে প্রবৃত্ত করা ।

(খ) স্ট্যাট্রেজিঃ

(১) ফর্টিফিকেশনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করা;

(২) উৎপাদনকারীদের মধ্যে দ্রব্যসমূহ বরাদ্দ দেয়া/বিতরণ করা;

(৩) ফর্টিফাইড তেল উৎপাদন, উৎপাদন পর্যায়ে মান নিয়ন্ত্রণ এবং শুরু থেকে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত বিতরণ ও লজিষ্টিক সাপোর্ট প্রদান করা;

(৪) জনসাধারণকে অবহিত ও সচেতন করা।

৭.২। প্রকল্পের পটভূমিঃ

৭.২.১ বাংলাদেশের জনগণের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ঘাটতি রয়েছে। এ পুষ্টিহীনতা বাংলাদেশের সব বয়সের মানুষের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু সবচেয়ে বেশি দেখা যায় নবজাতক শিশু, কিশোর এবং মায়েদের মধ্যে। সাধারণতঃ শহরের চেয়ে গ্রাম অঞ্চলের শিশুরা এবং শহরের শিশুদের মধ্যে বস্তি এলাকার শিশুরা বেশি পুষ্টিহীনতায় ভোগে। বাংলাদেশের শিশুদের কম ওজন এবং বামনাকৃতির ব্যাপকতা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদন্ডের চেয়ে অনেক বেশি। স্কুলপূর্ব শিশুর মধ্যে ভিটামিন 'এ' এর ঘাটতি বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্যের জন্য বড় সমস্যা নয়। কারণ বছরে দু'বার ভিটামিন 'এ' এর সাপ্লিমেন্টেশন কার্যক্রমের মাধ্যমে এ ঘাটতি পুরণ করা হয়। তবে যদি কোন কারণে ভিটামিন 'এ' এর সাপ্লিমেন্টেশন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে শিশুদের ভিটামিন 'এ' ঘাটতির ঝুঁকি বেড়ে যাবে। তাই এ সমস্যা মোকাবেলার জন্য ইউনিসেফের আর্থিক সহায়তায় আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.৩ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	পূর্ণ কালীন	খন্ড কালীন	একের অধিক প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত কিনা	যোগদানের তারিখ	দ্বায়িত্ব সমর্পনের তারিখ
১	জনাব খন্দকার নুরুজ্জামান যুগ্ম-প্রধান	-	অতিঃ দায়িত্ব	হ্যাঁ	০১/১০/১০	২০/০৩/১১
২	জনাব মীর্জা মোঃ মহিউদ্দিন সহকারী প্রধান	-	অতিঃ দায়িত্ব	হ্যাঁ	২১/০৩/১১	২১/১০/১২
৩	জনাব জনাব লুৎফর রহমান তরফদার, যুগ্ম-প্রধান	-	অতিঃ দায়িত্ব	হ্যাঁ	২১/১০/১২	৩০/০৬/১৩

৮.০ প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্যঃ

৮.১ গত ০৩-০৬-২০১৪ তারিখে আইএমইডি'র সহকারী পরিচালক জনাব জয়নাল মোল্লা কর্তৃক প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়, ঢাকা, ও নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত প্রকল্পাধীন শবনম ভেজিটেবল অয়েল ও বাংলাদেশ এডিবল অয়েল লিমিটেড নামক দুটি রিফাইনারী সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়।

৮.২ শবনম ভেজিটেবল অয়েল লিমিটেড প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন কালে দেখা যায় যে, বর্তমানে বাজারজাত ভোজ্য তেল সমূহে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ প্রক্রিয়া বন্ধ রয়েছে। প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তারা ভেজিটেবল অয়েল ভিটামিন 'এ' দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। প্রকল্প শেষ হয়ে যাওয়ায় তা এখন আর করা হচ্ছেনা । তিনি জানান গত নভেম্বর ২০১৩ মাসে এ সংক্রান্ত শীর্ষক ''ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ ও ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ ভোজ্য তেল বিক্রয়, সংরক্ষণ, সরবরাহ, রিপণন বা বাজারজাতকরণ বাধ্যতামূলককরণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান কল্পে প্রণীত আইন'' পাশ হয়েছে। কিন্তু এর কয়েকটি ধারার সাথে ভোজ্য তেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সমিতি একমত না হওয়ায় তারা আদালতের শরণাপন্ন হন। ফলে বর্তমানে আইনটির প্রয়োগ স্থগিত রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধান জানান আইনটি Vacate করার ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৮.৩ বাংলাদেশ এডিবল অয়েল লিমিটেড পরিদর্শনকালে জানা যায়, প্রতিষ্ঠানটি তাদের Corporate Social Responsibility-র কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নের দুই বছর আগে থেকে ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' মিশিয়ে আসছেন। প্রকল্প গ্রহণ করে ভোজ্য তেল ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণের উদ্যোগকে তারা সাধুবাদ জানান। কিন্তু এ সম্পর্কিত ইতোমধ্যে পাশ হওয়া আইনে, আইন অমান্যকারীর বিরুদ্ধে জেল ও জরিমানার ব্যবস্থা রাখার কারণে ভোজ্য তেল উৎপাদনকারীরা তা গ্রহণ করেননি এবং তারা আদালতের আশ্রয় নিয়েছেন বলে তিনি জানান । প্রতিষ্ঠানটির পরিচালকের কাছে জানতে চাওয়া হয় যে, যদি ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' যথাযথভাবে মিশ্রিত করা হয় তবে তাদের জেল জরিমানার ভয় থাকবে কেন। উত্তরে তিনি বলেন ফ্যাক্টরী পর্যায়ে নির্ধারিত মাত্রার ভিটামিন 'এ' মেশানো হলেও বাজারজাতকরণ, ট্রান্সপোর্টেশন, স্টোরেজ ইত্যাদি কারণে ভিটামিন 'এ' এর পরিমাণ হ্রাস পেতে পারে। বিশেষ করে সূর্যালোকের সংস্পর্শে ভোজ্য তেলের ভিটামিন 'এ' নষ্ট হয়। সুতরাং বাজারজাতকরণের পর কোন কারণে ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' এর ঘাটতি পাওয়া গেলে জেল-জরিমানার বিধান রাখার ফলে তারা তা গ্রহণ করেননি বলে জানান। তবে তারা পূর্বের মতোই বর্তমানে নিজেদের দায়িত্ব থেকে ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' মিশিয়ে আসছেন।

৮.৪ প্রকল্পের আওতায় যে সকল রিফাইনারীতে ভোজ্য তেলে ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার নাম, তার রিফাইনারীর সংখ্যা ও ভোজ্য তেল উৎপাদনের পরিমাণঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	রিফাইনারীর সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জিত)	প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান	আগষ্ট ২০১২ হতে জুলাই ২০১৩ পর্যন্ত ভোজ্য উৎপাদনের পরিমাণ (মেঃটন)
১.	এস আলম অফ ইন্ডাষ্টিজ (২টি)	১.	এস আলম ভিজিটেবল ওয়েল লি:	চট্টগ্রাম	৪৮৪৭৪
		২.	এস আলম সুপার এডিভয়েল ওয়েল লি:	চট্টগ্রাম	
২.	নুরজাহান গ্রুপ অফ ইন্ডাষ্টিজ (৪টি)	৩.	মেরিন ভিজিটেবল ওয়েল রিফাইনারীজ লি:	চট্টগ্রাম	২৫৬৬৩
		৪.	জেসমির ভিজিটেবল ওয়েল লি:	চট্টগ্রাম	
		৫.	জেসমির সুপার ওয়েল লি:	চট্টগ্রাম	
		৬.	নূরজাহান সুপার ওয়েল লি:	চট্টগ্রাম	
৩.	এমইবি (প্রাইভেট) লি: (২টি)	৭.	ফিজিক্যাল ওয়েল রিফাইনারীজ		৫০১২৬
		৮.	কেমিক্যাল ওয়েল রিফাইনারীজ		
৪.	মোস্তফা গ্রুপ অফ ইন্ডাষ্টিজ (২টি)	৯.	এমএম ভিজিটেবল ওয়েল লি:	চট্টগ্রাম	৫১০৩২
		১০.	মোস্তফা ভিজিটেবণ ওয়েল ইন্ডাষ্টিজ লি:	চট্টগ্রাম	
৫.	টি কে গ্রুপ অফ ইন্ডাষ্টিজ (৩টি)	১১.	সুপার ওয়েল রিপাইনারী লি:	নারায়ণগঞ্জ	১৭৩৮৬১
		১২.	সোয়াভির ভিজিটেবণ ওয়েল ইন্ডাষ্টিজ লি:	নারায়ণগঞ্জ	
		১৩.	বে ফিসিং কপোরেশন	চট্টগ্রাম	
৬.	মেঘনা গ্রুপ অফ ইন্ডাষ্টিজ (২টি)	১৪.	তানবির ওয়েল লি:	নারায়ণগঞ্জ	৩৬৬০০
		১৫.	ইউরাইটেড এডিভয়েল ওয়েল লি:	নারায়ণগঞ্জ	
৭.	বাংলাদেশ এডিভয়েল ওয়েল লি: (বিইওএল) (১টি)	১৬.	বাংলাদেশ এডিবল অয়েল লি:	নারায়ণগঞ্জ	৫৫০৫.৫৮
				মোট	৭৬২৬৯৩

৮.৫ ভিটামিন ’এ’ সরবরাহ ও ব্যবহারের পরিমাণঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	ভিটামিন ‘এ’ সরবরাহ ও ব্যবহারের পরিমাণ	প্রদত্ত ডোজিং পাম্প এর সংখ্যা
১	এস আলম অফ ইন্ডাষ্টিজ	২২৫০ কেজি	২
২	নুরজাহান গ্রুপ অফ ইন্ডাষ্টিজ	১১৫০ কেজি	২
৩	এমইবি (প্রাইভেট) লি:	২৪৮৫ কেজি	২
৪	মোস্তফা গ্রুপ অফ ইন্ডাষ্টিজ	১৭৮৫ কেজি	২
৫	টি কে গ্রুপ অফ ইন্ডাষ্টিজ	৭২০০ কেজি	৪
৬	মেঘনা গ্রুপ অফ ইন্ডাষ্টিজ	২৩০৫ কেজি	৫
৭	বাংলাদেশ এডিভয়েল ওয়েল লি: (বিইওএল)	১৭২৫ কেজি	১
	মোট	১৮.৯ মেট্রিক টন	১৮

৮.৬ ইউনিসেফ কর্তৃক সম্পাদিত সার্ভেঃ

৮.৬.১ ইউনিসেফ কর্তৃক সম্পাদিত সার্ভে অনুযায়ী গত জানুয়ারী ২০১৩ হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত ৬ মাসে ভোজ্য তেল ব্যবহার, এর উৎপাদনের পরিমাণ, মার্কেট শেয়ার ও এর দ্বারা যে সংখ্যক জনসংখ্যা কভার করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

বৈশিষ্ট	মাত্রা/পরিমাণ/মার্কেট শেয়ার/কভারেজ					
	জানু ২০১৩	ফেব্রুয়ারী ১৩	মার্চ ১৩	এপ্রিল ১৩	মে ১৩	জুন ১৩
ভোজ্য তেল ব্যবহারে গড় মাত্রা	(২০.৫১ গ্রাম/ জন/দিন *		০.৬১৫৩ কেজি/ জন/মাস*			
ভিটমিন 'এ' সমৃদ্ধ ভোজ্য তেলের উৎপাদনের পরিমাণ (মেঃ টন)	৫৬৪৬০.০৮৫ মে: টন	৩০০১৪.২০১	৩৬৯৩০.৯০১	৩৭৪৭৯.৪২৩	৩৭২৩৯.৯৮৭	৫৩৬৯৯.৬৪
মাসিক গড় প্রাক্কলিক ভোজ্য তেলের উৎপাদনের পরিমাণ (মেঃ টন)	১ লক্ষ	১ লক্ষ	১ লক্ষ	১ লক্ষ	১ লক্ষ	১ লক্ষ
মার্কেট শেয়ারের পরিমাণ	৫৬%	৩০%	৩৭%	৩৭%	৩৭%	৫৪%
জনসংখ্যার কভারেজ এর হার	৬১%	৩৩%	৪০%	৪১%	৪০%	৫৮%

* HIES-2010

৮.৬.২ ইউনিসেফ কর্তৃক সম্পাদিত সার্ভে অনুযায়ী ভোজ্য তেল ব্যবহারের লক্ষে ধার্যকৃত মোট টার্গেট জনসংখ্যা, বয়স ভিত্তিক জনসংখ্যার বিভাজন এবং কভারেজ এর সংখ্যা ও শতকরা হার নিম্নরূপঃ

দেশের মোট জনসংখ্যা : ১৫.০০ কোটি (বিবিএস ২০১১)
প্রকল্পের টার্গেট জনসংখ্যা : ১২.৩৫ কোটি
প্রকল্পের আওতায় জনসংখ্যার কভারেজ (জুলাই ২০১৩ পর্যন্ত) : ১০.৯৭ কোটি

(কোটি জনে)

জনসংখ্যার বিভাজন	টার্গেট জনসংখ্যা	জনসংখ্যার কভারেজ	কভারেজের শতাংশ
উৎপাদনক্ষম মহিলা	৩.২১	২.৮৫	৮৮%
৬-১৯ বছর বয়সী শিশু	৪.২	৩.৭৩	৮৯%
৫ বছরের নিম্নে বয়সী শিশু	১.৬১	১.৪৩	৮৮%
নগরের বসিত্ম এলাকার জনসংখ্যা	.২৪৭	.২১৯	৮৯%
মোট	৯.২৭	৮.২৬৩	৮৯%

৯। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ

৯.১ আর্থিকঃ প্রকল্পের অনুমোদিত মোট ব্যয় ২৪২২.২০ লক্ষ টাকার মধ্যে ইউনিসেফের অর্থায়ণের পরিমাণ ২১০৪.১৯ লক্ষ টাকা এবং জিওবি অনুদান ৩১৮.০১ লক্ষ টাকা । জুন/২০১৩ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ২২২৯.০৩ লক্ষ টাকা (জিওবি ২৪৬.৩৯ লক্ষ ও পিএ ১৯৮২.৬৪ লক্ষ টাকা)। প্রকল্প মেয়াদে জিওবি বাবদ অবমুক্ত করা হয়েছে মোট ২৪৮.৮০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২৪৬.৩৯ লক্ষ টাকা । বাকী ২.৪১ লক্ষ টাকা চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। প্রাক্কলিত ব্যয়ের তুলনায় অগ্রগতি ৯২.০২%। প্রকল্পে ইউনিসেফ এর অর্থায়ণ ২১০৪.১৯ লক্ষ টাকা হলেও এতে ব্যয় হয়েছে ১৯৮২.৬৪ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত ব্যয়ের চেয়ে ১২১.৫৫ লক্ষ টাকা কম ।

৯.২ প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতিঃ

(১) প্রকল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ন অঙ্গ ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৮৩ শতাংশ অর্জিত হয়েছে।

(২) ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ ভোজ্যতেল ব্যবহারকারীর টার্গেট ১২.৩৫ কোটি জনসংখ্যার বিপরীতে ১০.৯৭ কোটি (৮৯%) অর্জিত হয়েছে।

(৩) ভোজ্যতেল উৎপাদন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী, স্বাস্থ্য বিষয় নিয়ে কাজ করে এমন কিছু এনজিও এবং জেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য বিষয়ক সরকারি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ৪টি ওয়ার্কশপ/কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এর মধ্যে চট্রগ্রামে ৩টি এবং ঢাকায় ১টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(৪) প্রকল্পের সার্বক বাস্তব অগ্রগতি ৯২.১৩ শতাংশ।

১০.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ প্রকল্প দলিল মোতাবেক প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়ন শেষে এর অর্জন নিম্নরুপ :

ক্রমিক	উদ্দেশ্য	অর্জন
১.	২০১২ সালের মধ্যে দেশের ভোজ্য পাম এবং সয়াবিন তেল ১০০% পরিশোধিত করে প্রতি কিলোগ্রামে ২০,০০০ International Unit (IU) লেভেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ ।	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে দেশের বেশকিছু ভোজ্য পাম ওয়েল এবং সয়াবিন তেলে কিলোগ্রামে ২০,০০০ International Unit (IU) লেভেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ হয়েছিল । বর্তমানে এ সমৃদ্ধ করণ বন্ধ রয়েছে। অর্থাৎ প্রকল্পের অন্যতম এ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি।
২.	পরিশোধিত ভোজ্য তেল ২০১২ সালের মধ্যে ৫ বছরের নীচের ১৬.১ মিলিয়ন শিশু, ৬-১৯ বছরের ৪২ মিলিয়ন শিশু এবং ৩২.১ মিলিয়ন reproductive মহিলাদের ব্যবহারে প্রবৃত্ত করা	টার্গেট এর ৮৯% বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে।
৩.	ভিটামিন 'এ' এর অভাব দূরীকরণের মাধ্যমে ২০১২ সালের মধ্যে বাংলাদেশের জনগণ বিশেষ করে শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের রোগগ্রস্থতা ও মৃত্যুর হার হ্রাস করণ।	শিশু ও গর্ভবর্তী মহিলাদের রোগগ্রস্থতা ও মৃত্যুর হার হ্রাস করণ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

১১.০০ বাস্তবায়ন/বিদ্যমান সমস্যাঃ

১১.১ "*ফর্টিফিকেশন অব এডিবল অয়েল ইন বাংলাদেশ*" শীর্ষক প্রকল্প শেষ হয়ে যাওয়ায় প্রায় সকল প্রতিষ্ঠান ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' মিশ্রন বন্ধ রেখেছে। গত নভেম্বর ২০১৩ মাসে এ সংক্রান্ত পাশ হওয়া আইনের কয়েকটি ধারার সাথে ভোজ্য তেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সমিতি কর্তৃক একমত না হওয়ায় আইনটির কার্যকারিতা স্থগিত চেয়ে আদালতে রিট করা হয়েছে। এ কারণে আইনের প্রয়োগ আপাতত বন্ধ রয়েছে।

১১.২ শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার হ্রাসকরণ প্রকল্পের একটি উদ্দেশ্য হলেও এর কোন প্রতিবেদন বা তথ্য পাওয়া যায়নি।

১২.০০ সুপারিশঃ

১২.১ বেশ কয়েকটি ভোজ্য তেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান প্রকল্প চলাকালে ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণের প্রক্রিয়া গ্রহণ করলেও বর্তমানে তা বন্ধ রয়েছে। প্রকল্প মেয়াদ সমাপ্ত হলেই এ প্রক্রিয়া যেন বন্ধ হয়ে না যায় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১২.২ প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হিসাবে শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার হ্রাস এবং গর্ভবতী মহিলাদের রোগগ্রস্ততা দূরীকরণের উল্লখ থাকলেও এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি, এতে প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জিত না হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিষয়টি শিল্প মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখবে।

১২.৩ ইতোমধ্যে পাশ হওয়া ''ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ ও ভিটারিম 'এ' সমৃদ্ধ ভোজ্য তেল বিক্রয়, সংরক্ষণ, সরবরাহ, বিপণন বা বাজারজাতকরণ বাধ্যতামূলক এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান কল্পে প্রণীত আইন '' শীর্ষক দ্রুততম সময়ে কার্যকর করার পদক্ষেপ শিল্প মন্ত্রণালয়কে গ্রহণ করতে হবে।

১২.৪ "*ফর্টিফিকেশন অব এডিবল অয়েল ইন বাংলাদেশ*(ফেজ-২)"ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে এবং বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ইতোমধ্য সমাপ্ত প্রকল্পের সমস্যা চিহ্নিত করে ২য় পর্যায়ে যাতে তা থেকে উত্তরণ ঘটানো যায় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

‘বেনারশী পল্লী উন্নয়ন-রংপুর’ শীর্ষক প্রকল্প

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন,২০১৩)

১। প্রকল্পের নাম : ‘বেনারশী পল্লী উন্নয়ন-রংপুর’ শীর্ষক প্রকল্প ।

২। প্রকল্পের অবস্থান : গঙ্গাচড়া, রংপুর ।

৩। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : শিল্প মন্ত্রণালয়।

৪। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

৫। প্রকল্পের ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় * (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৩৭.৭২ (-)	১৩৬.৩২ (-)	১১২.৫৬ (-)	জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১১	জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৩	জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৩	(-) ১২৫.৫৬ (৫৩%)	২ বছর (১০০%)

* মূল প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা প্রকৃত ব্যয় ১২৫.৫৬ লক্ষ টাকা হ্রাস পেয়েছে।

৬। <u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ</u>

শিল্প মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	ভ্রমণ		৩.০০		৩.০২	১০০.০০
২.	ডাক		০.৪৫		০.০৮	১০০.০০
৩.	টেলিফোন বিল		০.৫০		০.২০	১০০.০০
৪.	টেলেক্স/ফ্যাক্স		১.০০		০.৫১	১০০.০০
৫.	বিদ্যুৎ বিল		২.০০		০.৭৫	১০০.০০
৬.	পেট্রোল ও লুব্রিকেট		০.৬০		০.৪৯	১০০.০০
৭.	মুদ্রন ও প্রকাশনা		২.০০		১.৪৩	১০০.০০
৮.	ষ্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্প		২.০০		১.২৭	১০০.০০
৯.	প্রচার ও বিজ্ঞাপন		১.০০		০.৬৩	১০০.০০
১০.	প্রশিক্ষণ		৫১.২২	১০৮০ জন	৪৬.৯১	৮৬০ জন (৮০.০০)
১১.	আপ্যায়ন		০.৫০		০.৩৫	১০০.০০
১২.	পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা		০.৩৬		০.৩০	১০০.০০

ক্রঃ নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৩.	প্রাথমিক ব্যয়		০.১০		০.০৫	১০০.০০
১৪.	কপি/ডুপ্লিকেটিং		০.২০		০.১৪	১০০.০০
১৫.	মূল্যায়ন		১.০০		১.০০	১০০.০০
১৬.	বিবিধ (দরপত্র ও অতিরিক্ত দায়িত্ব ভাতা)		১.৯৫		১.৯৫	১০০.০০
	উপ-মোট		৬৭.৮৮		৫৯.০৯	১০০.০০
	(খ) মূলধন ব্যয়					১০০.০০
১৭.	মটর সাইকেল ১০০ সিসি	১টি	১.৫০		১.৫০	১০০.০০
১৮.	কম্পিউটার ও আনুসাংগিক	১ সেট	০.৫০		০.৫০	১০০.০০
১৯.	সিলিং ফ্যান	৮টি	০.২০		০.২০	১০০.০০
২০.	পেডেসটাল ফ্যান	৪টি	০.১৬		০.১৬	১০০.০০
২১.	অফিস ফার্নিচার		২.০২		২.০২	১০০.০০
২২.	ভূমি ক্রয়	৫শতাংশ	১.০০		১.০০	১০০.০০
২৩.	সাইট অফিস কাম প্রদর্শনী কেন্দ্র ২২৫২ ব:ফু ২ তলা বিশিষ্ট)		২৮.২৬		২৮.২৬	১০০.০০
২৪.	লুম স্থাপন	২টি	০.৮০		০.৮০	১০০.০০
২৫.	সুদবিহীন ঋণ		৩৪.০০	৬৭জন	১৯.৩৯	১০০.০০
	উপ-মোট		৬৮.৪৪		৫৩.৮৩	৩৯ জন (৫৮.০০)
	সর্বমোট		১৩৬.৩২		১১২.৯২	৯১.০০

৭। <u>কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ</u>

সংস্থা হতে প্রাপ্ত তথ্য এবং সরেজমিনে প্রাপ্ত তথ্য হতে প্রতীয়মান হয় যে প্রকল্পের অধীনে কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮। সাধারণ পর্যবেক্ষণ

৮.১। <u>প্রকল্পের পটভূমি</u>

আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণে রংপুর গঙ্গাচড়া উপজেলার হাবু বেনারশী পল্লীর তাঁতীদের সমস্যা নিরসনের লক্ষে বিসিক কর্তৃক একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। উক্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী হাবু বেনারশী পল্লীতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা যথাঃ কাচাঁমালের সমস্যা, বাজারজাতকরণের সমস্যা, প্রশিক্ষণের অভাব, ঋণ প্রাপ্তির সমস্যা, নিম্নমানের ও ব্যবহার অনুপযোগী তাঁতঘর ইত্যাদি সমস্যা বিদ্যমান থাকায় বেনারশী শিল্পের বিকাশ সঠিকভাবে হয়নি। এ প্রেক্ষিতে, হাবু বেনারশী পল্লীর তাঁতীদের সমস্যা নিরসনে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৮.২। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য</u>

আলোচ্য প্রকল্পের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য নিম্নরুপ :

(ক) গঙ্গাচড়া উপজেলার বেনারশী তাঁতীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র নিরসনের জন্য বেনারশী পল্লী উন্নয়ন;

(খ) বেনারশী তাঁতীদের ব্যবস্থাপনা ও ডিজাইন উন্নয়নের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান;

(গ) প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে সুবিধা প্রদান করা; এবং

(ঘ) বেনারশী তাঁতিদের ঋণ সুবিধা প্রদান ।

৮.৩। <u>প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন সম্পর্কিত তথ্য</u>

''বেনারশী পল্লী উন্নয়ন-রংপুর'' শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ২৩৭.৭২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই/২০০৯ হতে জুন/২০১১ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ২৪/০৪/২০১০ তারিখে অনুমোদিত হয়। এপ্রিল ২০১০ এ অনুমোদিত হলেও প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম শুরু হয় জুলাই/২০১০ এ। প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরুর মাঝ পর্যায়ে প্রকল্প এলাকায় সুফলভোগীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় এবং ষ্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব

এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি গত ১২-০৩-২০১১ ইং তারিখে প্রকল্প স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করে ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাব করে। প্রস্তাব অনুযায়ী ডিপিপি সংশোধন করে প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই/২০০৯ হতে জুন/২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় এবং মোট ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ১৩৬.৩২ লক্ষ টাকা। অত:পর ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে আইএমইডি'র সুপারিশক্রমে মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করে জুন ২০১৩ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

৮.৪। <u>প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য</u>

নিম্নোক্ত ৩ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন মেয়াদে খন্ড কালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন :

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	পূর্ণ কালীন	খন্ড কালীন	একের অধিক প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত কিনা	প্রকল্প পরিচালকদেক দায়িত্ব কাল
১।	জনাব শংকর কুমার দাস	না	অতিরিক্ত দায়িত্ব	হ্যাঁ	২২-৯-২০১০ হতে ২৩-৬-২০১১ পর্যন্ত
২।	জনাব টি, এম, সাহেব উল্লাহ	না	অতিরিক্ত দায়িত্ব	হ্যাঁ	০২-৮-২০১১ হতে ০৩-০৪-২০১২ পর্যন্ত
৩।	জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন	না	অতিরিক্ত দায়িত্ব	হ্যাঁ	০৯-০৪-২০১২হতে প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত

৮.৫। অঙ্গভত্তিকি ব্যয় পর্যালোচনা

৮.৫.১ সরবরাহ ও সেবা: সরবরাহ ও সেবা খাতের আওতায় ভ্রমণ (৩.০২ লক্ষ), ডাক (০.০৮ লক্ষ), টেলিফোন (০.২০ লক্ষ), টেলেক্স/ফ্যাক্স (০.৫১ লক্ষ), বিদ্যুৎ (০.৭৫ লক্ষ), পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট(০.৪৯ লক্ষ) মুদ্রন ও লেখ্য সামগ্রি (১.৪৩ লক্ষ), ষ্টেশনারী ও সীল (১.২৭ লক্ষ), প্রচার ও বিজ্ঞাপন (০.৬৩ লক্ষ), আপ্যায়ন (০.৩৫ লক্ষ), পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা (০.৩০ লক্ষ), বিবিধ (১.৯৫ লক্ষ) ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে । এ খাতে মোট বরাদ্দ ১৫.৩৬ লক্ষ টাকার বিপরীতে মোট ১০.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আর্থিক অগ্রগতি ৭১.৪৮ % হলেও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% ।

৮.৫.২ প্রশিক্ষণ: খাতে ডিপিপিতে ৫১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় প্রাক্কলন করা হলেও এ খাতে ব্যয় করা হয়েছে ৪৬.৯১ লক্ষ টাকা।

৮.৫.৩ মূল্যায়ন: খাতে ডিপিপিতে ১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়। এ খাতে ব্যয় করা হয়েছে ১.০০ লক্ষ টাকা।

৮.৫.৪ ক্রয় কার্যক্রম: ক্রয় কার্যক্রমের আওতায় কম্পিউটার ও আনুসাংগিক (০.৫০লক্ষ), মোটর সাইকেল ১০০ সিসি (১.৫০ লক্ষ), সিলিং ফ্যান (.২০লক্ষ), পোর্টেবল ফ্যান (.১৬ লক্ষ), অফিস ফার্নিচার (২.০২ লক্ষ), ৫ শতাংশ ভূমি ক্রয় (১.০০ লক্ষ) সম্পন্ন করা হয়েছে।

৮.৫.৪ সাইট অফিস কাম প্রদর্শনী কেন্দ্র নির্মাণ: ২২৫২ ব:ফু আয়তনের ২ তলা বিশিষ্ট সাইট অফিস কাম প্রদর্শনী কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ডিপিপিতে ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছিল ২৮.২৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনে এ খাতে সমুদয় অর্থই ব্যয় হয়েছে বলে উল্লেখ করে। কিন্তু ভবন নির্মাণ বাবদ ২৬.৭৯ লক্ষ টাকা ঠিকাদারকে পরিশোধ করা হয়েছে বলে প্রকল্প দপ্তর জানায়।

৮.৫.৫ লুম স্থাপন: ডিপিপিতে লুম স্থাপন খাতে ০.৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এ ব্যয়ে ২টি লুম স্থাপন করা হয়েছে।

৮.৫.৬ সুদবিহীন ঋণ বিতরণ: ডিপিপি অনুসারে ৬৭ জন তাতীকে ৩৪.০০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ জনপ্রতি ৫০,০০০/ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ঋণ প্রদানের জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ৩৯ জনকে ১৯.৩৯ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এ অঙ্গের বাস্তব অগ্রগতি ৫৮ শতাংশ এবং আর্থিক অগ্রগতি ৫৭ শতাংশ।

৮.৬ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি

প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৮৩% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯১.১৬%। বছরভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ের তথ্য নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সর্বশেষ সংশোধিত পিপিতে সংস্থান	মূল/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত টাকা	আর্থিক ব্যয়	অব্যয়িত অর্থ	মন্তব্য
২০১০-১১	৩৬.০০	৩৬.০০	৩৬.০০	২৩.৯৬	১২.০৪	সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।
২০১১-১২	১০০.৩২	৯০.০০	৬৭.০০	৬৬.৯৫	০.০৫	সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।
২০১২-১৩	-	২২.০০	২২.০০	২১.৬৫	০.৩৫	সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়নি।
	১৩৬.৩২		১২৫.০০	**১১২.৫৬**	**১২.৪৪**	

পর্যবেক্ষণ:

প্রকল্পটি ২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থ বছরে অব্যয়িত যথাক্রমে ১২.০৪ লক্ষ এবং ০.০৫ লক্ষ টাকা যা বিধি মোতাবেক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু ২০১২-১৩ অর্থ বছরে অব্যয়িত ০.৩৫ লক্ষ টাকা থাকলেও তা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়নি।

৯.০ প্রকল্প পরিদর্শন ও বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ

৯.১ মত বিনিময় সভা

প্রকল্প এলাকার প্রশিক্ষণ ও ঋণ গ্রহণকারী তাঁতী, প্রশিক্ষক ও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাদের সাথে এক মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় প্রায় ৫০ জন তাঁতী উপস্থিত ছিলেন । আলোচনা কালে প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রাপ্ত তাঁতীরা প্রশিক্ষণের মেয়াদ ও প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ অপর্যাপ্ত বলে মত প্রকাশ করেন । প্রশিক্ষনার্থীদের শিক্ষগত যোগ্যতার বিষয়ে জানা যায়, অধিকাংশ তাঁতীদের ন্যুনতম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। তারা বেশীরভাগ অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন। তাই নির্ধারিত ০১ মাস বা তারও কম সময়ে ড্রইং, ডিজাইন এর বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে বিভিন্ন ডিজাইনের শাড়ী প্রস্তুত করা তাদের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার । তাই এ প্রশিক্ষণের মেয়াদ দ্বিগুণ হলে ভালো হত বলে উপস্থিত তাঁত মালিক, প্রশিক্ষক, কর্মচারী এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণ মত প্রকাশ করেন।

চিত্র-১: মত বিনিময় সভা

এছাড়া যোগ্যতাসম্পন্ন প্রশিক্ষকের অভাব রয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান । যে কয়জন প্রশক্ষিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণী হতে এসএসসি পর্যন্ত । অধিকন্তু এদের শাড়ী বিষয়ক ড্রইং, ডিজাইনের ওপর প্রতিষ্ঠানিক কোন শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ নেই । তাই এ সকল প্রশিক্ষকদের শাড়ীর ড্রইং-ডিজাইনের ওপর প্রশক্ষিণ প্রদান আবশ্যক। দক্ষ প্রশিক্ষক না থাকায় তারা নকশায় বৈচিত্র্যও আনয়ন করতে পারছেন না। তাদের ঢাকা বা টাঙ্গাইলে তৈরী শাড়ীর ড্রইং-ডিজাইনের ভিত্তিতে শাড়ী প্রস্তুত করত হয়। প্রশক্ষিকগণ বিসিকের পক্ষ হতে প্রশক্ষিকদের প্রশক্ষিণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন। প্রকল্প পরিচালক এ প্রসঙ্গে বলেন যে সকল বিষয়ে ইতোমধ্যে প্রশক্ষিণ প্রদান করা হয়েছে, তার পাশাপাশি পন্য বহুমুখীকরণ ট্রেড (যেমন ওড়না, থ্রি পিছ ইত্যাদি) ভবিষ্যতে চালু করা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন, বেঁনারসী শাড়ী প্রস্তুত করার জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ফিনিশিং বা ক্যালেন্ডারিং (ইস্ত্রীকরণ) যার ব্যবস্থাও এখানে নেই। শাড়ী প্রস্তুত করার পর তা ঢাকা বা নারায়ণগঞ্জ প্রেরণ করে ক্যালেন্ডারিং করিয়ে আনতে হয়। কাঁচামালও স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য নয়। এ সকল কারণে তাঁতীরা এ পেশা ছেড়ে দিচ্ছেন। বেঁনারশী শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হলে এ সকল বিষয় আবশ্যিকভাবে সমাধান করা প্রয়োজন বলেও সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

৯.২ তাঁতীদের সংখ্যা

আবদুর রহমান নামক একজন উদ্যোক্তা ১৯৯৬ সালে ২টি তাঁত নিয়ে বেনারশী শিল্পের উৎপাদন শুরু করেন । তাঁকে অনুসরণ করে অনেকেই তাঁত শিল্পে এগিয়ে আসেন । কিন্তু তারা বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেননি । ২০০৯ সালে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করার পর প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রাপ্তির মধ্যদিয়ে এ শিল্পের দ্রুত বিস্তার ঘটতে থাকে । ২০০৯ সালের শুরুতে যেখানে ২০০ তাঁত ছিল তা ২০১৩ সনে এসে ১০০০ এ উন্নীত হয় এবং প্রায় ৩০০০ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় । প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এ তাঁতের সংখ্যা ২৫০টিতে নেমে আসে এবং এ খাতে কর্মসংস্থানের সংখ্যাও হ্রাস পায় ।

৯.৩ ঋণ প্রদান

প্রকল্পের ঋণ সুবিধাভোগী অধিকাংশ তাঁতী পরিবারই দরিদ্র । এ সকল তাঁতীদের মধ্য হতে ৩৯ জনকে প্রকল্প হতে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা করে ঋণ প্রদান করা হয় । এই ঋণ দ্বারা তাঁত বসানোর সরঞ্জাম ক্রয় ও স্থাপনসহ তাঁতঘর নির্মাণ অথবা মেরামত করতে হয় যা এ টাকায় সম্ভব হয় না । তাঁতীদের সাথে আলোচনায় জানা যায় গুণগত মানসম্পন্ন একটি তাঁত বসাতে ন্যুনতম ১.০০ লক্ষ হতে ১.৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হয়। ঋণের অপর্যাপ্ততার কারণে ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যও অনকে সময় ব্যাহত হয় । আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৬৭ জন তাঁতীকে ৩৪.০০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করার কথা থাকলেও মাত্র ৩৯ তাঁতীকে ১৯.৩৯.০০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রগতি কম হওয়ার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক বলনে, প্রকল্প বাস্তবায়নের শেষ অর্থ বছরের শেষ অর্থাৎ ৪র্থ কিস্তির অর্থ অবমুক্ত করা সম্ভব না হওয়ায় ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে কাঙ্খিত অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। বার্ষিক ৫% হারে মাসিক ২৪টি কিস্তিতে (১ মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ) পরিশোধের নিমিত্তে এই ঋণ দেয়া হয়েছে। ডিপিপিতে সুদবিহীন ঋণ সুবিধা দেয়ার কথা থাকলেও ৫% হারে সার্ভিস চার্জ নেয়ার কথা বলেন কর্মকর্তাবৃন্দ । ১৯.৩৯ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করলেও গত মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত মাত্র প্রায় ৯.০০ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে। ঋণ আদায়ের অগ্রগতি জানতে চাইলে প্রকল্প দপ্তর জানায় ১,০০০ হতে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ পরিশোধ করেছেন ০৪ জন, জানায় ১০,০০০ হতে ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ পরিশোধ করেছেন ১৬ জন, জানায় ২০,০০০ হতে ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ পরিশোধ করেছেন ০৭ জন, ৩০,০০০ হতে ৪০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ পরিশোধ করেছেন ০২ জন এবং সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করেছেন ১০ জন । আরো জানা যায় অনেকেই ঋণ পরিশোধের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেও এখনো ঋণ পরিশোধ করেননি।

পর্যবেক্ষণ

১. মত বিনিময় সভায় উপস্থিত তাঁতীদের ৪০ শতাংশের মত ঋণ পেয়েছেন। তাঁতীদের প্রাপ্ত এ ঋণের পরিমাণ ৫০,০০০/- টাকা যা অপর্যাপ্ত বলে মনে হয়েছে। এ টাকায় একটি তাঁতও ভালোভাবে বসানো সম্ভব হয় না বলে জানা যায়। অথচ তাদের একাধিক তাঁত বসানো প্রয়োজন।

২. প্রকল্পের আওতায় ৩৪ জন তাঁতীকে ১৯.৩৯ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। তাঁতীদের সংখ্যার বিচারে মোট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা খুবই কম।

৩. যারা ইতোমধ্যে ঋণ গ্রহণ করে তাঁত স্থাপন করেছেন, তাদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য বেশীরভাগ তাঁতী গৃহিনী হওয়ায় সংসারের কাজের ফাঁকে তারা এ কাজ করে থাকেন। এ হিসাবে তারা মাসে অতিরিক্ত হিসাবে গড়ে ২০০০/- থেকে ৫০০০/- টাকা আয় করতে সক্ষম হয়েছেন।

৪. ৩৪ জন তাঁতীকে ১৯.৩৯ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হলেও তা আদায়ের হার আশাব্যঞ্জক নয়। দেখা যায় যে, ৩৪ জন তাঁতীর মধ্যে মাত্র ১০জন ঋণের অর্থ ফেরত প্রদান করেছেন। ১৯.৩৯ লক্ষ টাকার বিপরীতে মাত্র ৯.০০লক্ষ টাকা পরদির্শন সময় পর্যন্ত আদায় হয়েছে। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক বলেন প্রকল্পে কোন ঋণ আদায়কারী কর্মকর্তার সংস্থান না থাকায় এবং জনবল সংকটের কারণে বিসিক হতে কোন কর্মকর্তাকে এ দায়িত্ব প্রদান করা সম্ভব না হওয়ায় ঋণ আদায়ের হার কম হয়েছে।

৯.৪ প্রশিক্ষণ প্রদান

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ খাতে ৫১.২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০৮০ জন প্রশিক্ষনাথীকে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু প্রকল্পের মাধ্যমে ৫টি বিভিন্ন মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের আওতায় ৫০৫ জন পুরুষ ও ৩৫৫ জন মহিলা মোট ৮৬০ জন প্রশিক্ষনার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । কোর্সগুলো হচ্ছে ডিজাইন খুদি, নকশা-নমুনা উন্নয়ন, অর্থ ব্যবস্থাপনা, বিপণন ব্যবস্থাপনা ও রিফ্রেশার্স কোর্স। প্রশিক্ষণসমূহের মেয়াদের ব্যাপ্তি ৩ দিন থেকে ১ মাস পর্যন্ত । প্রশিক্ষণ কোর্স, মেয়াদকাল ও প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা নিম্নরূপঃ

সারণী-১: সমাপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের বিবরণ

ক্র: নং	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	প্রশিক্ষন কোর্সের সময়কাল	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা
০১.	ডিজাইন খুদি	০১মাস	৯টি	১৮০জন
০২.	নকশা-নমুনা উন্নয়ন	০১ মাস	৬টি	১২০জন
০৩.	অর্থ ব্যবস্থাপনা	০৭দিন	৫টি	১০০জন

০৪.	বিপনন ব্যবস্থাপনা	০৭দিন	৬টি	১২০জন
০৫	রিফ্রেশার্স কোর্স	০৩দিন	১৭টি	৩৪০জন
		মোট	৪৩টি	৮৬০ জন

পর্যবেক্ষণ:

১. মত বিনিময় সভায় উপস্থিত তাঁতীদের ৫০ শতাংশের মত প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। জানা যায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের বেশীরভাগ তাঁত মালিক। খুব কম সংখ্যক শ্রমিক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। তাঁত শিল্পের বড় উদ্যোক্তাগণের কারখানায় যেসকল শ্রমিক কাজ করেন, তাদের কিছু অংশ এ প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। উপস্থিত শ্রমিকগণ তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের অনুরোধ করেন।

২. উপস্থিত তাঁত মালিক, প্রশিক্ষক, শ্রমিক কর্মচারী সকলেই এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পুনরায় শুরু করা এবং তা আরো কমপক্ষে ৫ বছর চালু রাখার অনুরোধ করেন।

৯.৫ নির্মিত ভবন ও আনুষঙ্গিক পূর্ত কাজ

চিত্র-৩: প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অফিস কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র)

প্রকল্পের আওতায় পূর্ত কাজের মধ্যে রয়েছে অফিস কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র নির্মাণ, বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ, এপ্রোচ রোড নির্মাণ এবং সাইট ডেভেলপমেন্ট কাজ । এ কাজের জন্য গত ২৭/০৬/২০১২ তারিখে ২৫,৭৯,৫০০/-(পঁচিশ লক্ষ উনআশি হাজার পাঁচশত) টাকায় মেসার্স জিয়াউল ট্রেডার্স'র সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয় । চুক্তি অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষরের ১৮০ দিনের মধ্যে কার্য সম্পাদন করার কথা থাকলেও তা আরো ৯০ দিন বৃদ্ধি করা হয়। ভবনসহ আনুষঙ্গাকি কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ায় ২৩/০২/২০১৪ তারিখে চুড়ান্ত বিল প্রদান করা হয় ।

পর্যবেক্ষণ:

১. পরিদর্শনে দেখা যায় প্রায় ছাব্বিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত দ্বিতল বিশিষ্টি ভবনটি অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। ভবনের ২য় তলায় মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। এ সময় দেখা যায় যে, দীর্ঘ দিন ভবনটি ব্যবহৃত না হওয়ায় এর টেবিল চেয়ার,

চিত্র-৪: অব্যবহৃত ভবনের অমসৃন ফ্লোর এবং অব্যবহৃত বেঞ্চ

চিত্র-৫: অব্যবহৃত ভবনের অমসৃন ফ্লোর এবং অব্যবহৃত টেবিল

আসবাব পত্র, ফ্যান, লাইট ইত্যাদিতে ধুলো বালি জমে গিয়েছে। উভয় ফ্লোরে নির্মিত টয়লেট ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এছাড়া ভবনের উভয় তলার দেয়াল ও ফ্লোর অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা হয়ে গেছে। সরকারী অর্থ ব্যয়ে নির্মিত স্থাপনা অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখা সরকারী অর্থ অপচয়েরই নামান্তর।

চিত্র-৬: প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনের অব্যবহৃত টয়লেট

২. ফ্লোরের ফিনিশিং যথাযথভাবে করা হয়নি ফলে ফ্লোরেটি অমসৃণ ও রুক্ষ।

৩. প্রকল্পটি জুন ২০১৩ এ সমাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ এ সময়ের মধ্যে প্রকল্পের যাবতীয় ভৌত এবং আর্থিক কর্মকান্ডেরও পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু ভবন নির্মাণের পর গত ফেব্রুয়ারী ২০১৪ মাসে উক্ত ভবন নির্মাণের চূড়ান্ত বিল প্রদান করা হয়েছে যা আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃঙ্খলা পরিপন্থী।

৯.৬ মোটর সাইকেল ক্রয়

১.১৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উত্তরা মোটর্স লিমিটেড হতে বাজাজ সিটি-১০০ এস ব্রান্ডের ১টি মোটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে। এটি সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে (Direct Procurement Method) ক্রয় করা হয়েছে। উল্লেখ্য পিপিআর ২০০৮ এর বিধি-৭৬ অনুযায়ী সরকারী প্রতিষ্ঠান হতে অথবা বিশেষ জরুরী হলে এ ধরণের সরাসরি ক্রয় করা যায় । তাছাড়া ক্রয় কার্যক্রমে ব্রান্ডের নামও উল্লেখ করা যায় না । এ ক্ষেত্রে ব্রান্ডের নাম উল্লেখ করে ১টি মাত্র প্রতিষ্ঠান (যা সরকারী প্রতিষ্ঠান নয়) হতেই দরপত্র গ্রহণ করে উক্ত ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে ।

পর্যবেক্ষণ : ব্রান্ডের নাম উল্লেখ করে ১টি মাত্র প্রতিষ্ঠান (যা সরকারী প্রতিষ্ঠান নয়) হতে দরপত্র গ্রহণ ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা ক্রয় নীতি বহির্ভূত ।

৯.৭ অফিস ফার্নিচার, আলমারী, ফাইল কেবিনেট ইত্যাদি ক্রয়

প্রকল্পের আওতায় ০.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১টি স্টিলের আলমারী, ফাইল কেবিনেট ও ১টি লোহার ব্যাক ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত মালামালের দরপত্র (কোটেশন) ২৩/০৫/২০১২ তারিখে আহবান করে ১৫ কার্য দিবস সময় প্রদান করা হয় । এ প্রেক্ষিতে ৩টি প্রতিষ্ঠান কোটেশন পাওয়া যায়। ৩টি কোটেশন হতে বাছাই করে একটি হতে উক্ত মালামাল ক্রয় করা হয় ।

পর্যবেক্ষণ

কোটেশনসমূহ পরীক্ষান্তে দেখা যায় প্রতিষ্ঠান ৩টি একই তারিখে (১২/০৬/২০১২ তারিখে) মূল্যের কোটেশন প্রদান করে । প্রাপ্ত ৩টি কোটেশনের দুটি কোটেশন একই ব্যক্তির হাতে লেখা। এতে প্রতীয়মান হয় উক্ত দু'টি কোটেশন বিবেচনায় নেয়া বিধি সম্মত হয়নি।

৯.৮ লুম স্থাপন

০.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২টি লুম (তাঁত) স্থাপন করা হয়েছে । উক্ত মালামালের দরপত্র (কোটেশন) ০৫/০৬/২০১৩ তারিখে আহবান করে ১৫ কার্য দিবস সময় প্রদান করা হয় । এ প্রেক্ষিতে ৩টি প্রতিষ্ঠান কোটেশন প্রদান করে । ৩টি কোটেশন হতে বাছাই করে একটি হতে উক্ত মালামাল ক্রয় করা হয় ।

চিত্র-৭: প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ২টি লুম

পর্যবেক্ষণ

কোটেশনসমূহ পরীক্ষান্তে দেখা যায় প্রতিষ্ঠান ৩টি একই তারিখে (১৯/০৬/২০১২ তারিখে) মূল্যের কোটেশন প্রদান করে । প্রাপ্ত ৩টি কোটেশনের দুটি কোটেশন একই ব্যক্তির হাতে লেখা। এতে প্রতীয়মান হয় উক্ত দু'টি কোটেশন বিবেচনায় নেয়া বিধি সম্মত হয়নি।

৯.৯অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য

প্রকল্পের অনুকূলে ৩টি ব্যাংক একাউন্ট খোলা হয়েছে । এর একটি সিডি একাউন্ট, অপর দুটি এসটিডি একাউন্ট: এসটিডি-৪০ ও এসটিডি-৪৩। সিডি একাউন্টে .০৫৩ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে। এসটিডি-৪০ একাউন্টে ১.২৩ লক্ষ টাকা এবং এসটিডি-৪৩ একাউন্টে ১১.০৬ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে । এ প্রসঙ্গে জানা যায়, ভবন নির্মাণ কাজ ৫% হ্রাসকৃত মূল্যে ঠিকাদার কর্তৃক সম্পাদন করা হয় । উক্ত হ্রাসকৃত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান না করে এ একাউন্টে রাখা হয়েছে। এসটিডি-৪৩ একাউন্টে রাখা হয়েছে আদায়কৃত ঋণ ও এর অর্জিত সুদ মিলে ১১.০৬ লক্ষ টাকা । রিভলভিং ফান্ড হিসেবে ঋণ আদায়ের অর্থ প্রকল্পের একাউন্টে প্রকল্প সমাপ্তির পরও থাকতে পারে। কিন্তু প্রকল্প সমাপ্তির প্রায় দু'বছর পরও প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান না করা আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী । তাছাড়া, পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী ২০১২-১৩ অর্থবছরে অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ০.৩৫ লক্ষ টাকা (প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ৮.২ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু সিডি একাউন্টে ০.৫৩ লক্ষ টাকা এসটিডি-৪০ একাউন্টে অব্যয়িত ১.২৩ লক্ষ টাকা থাকার তথ্য পিসিআর এ উল্লেখ না করার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয় ।

৯.১০ পিসিআর প্রণয়নে দুর্বলতা

প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক পিসিআরটি যথাযথভাবে প্রণয়ন করা হয়নি। পিসিআর এ নিম্নোক্ত অসংগতি পরিলক্ষিত হয়:

- পিসিআর এ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক ব্যয় বিভাজন ও এর অগ্রগতি ডিপিপি অনুসারে করা হয়নি।
- অঙ্গভিত্তিক ব্যয় বিভাজন এ টার্গেট হতে প্রকৃত অগ্রগতি কম হওয়ার বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি।
- প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রদান করা হয়নি। প্রকল্প পরিচালক ছিলেন তিন জন। তথ্য প্রদান করা হয়েছে এক জনের।
- ক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হয়নি।

১০.০ প্রকল্পের অর্জিত সাফল্যসমূহ

(ক) বিপনন এবং প্রদর্শনী কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ৫ শতক জমি ক্রয় ।
(খ) দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ট্রেডে ৫০৫ জন পুরুষ ও ৩৫৫ জন মহিলা সর্বমোট ৮৬০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান
(গ) ৩৯ জন তাঁতীকে ১৯.৩৯ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ।
(ঘ) বিপনন ও প্রদর্শনী কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ ।

১১.০ বাস্তবায়ন/বিদ্যমান সমস্যা

(ক) ৩৯ জন তাঁতীকে ১৯.৩৯ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম।
(খ) বিপনন ও প্রদর্শনী কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ হলেও তা অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে ।
(গ) অব্যয়িত সম্পূর্ণ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়নি।
(ঘ) নির্মিত ভবন কাম প্রদর্শনী কেন্দ্র অব্যবহৃত থাকায় তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ।
(ঙ) ঋণ আদায়ের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয় ।

১২। জনবল

প্রকল্পে মোট ৬ জন জনবল পদায়নের প্রভিশন ছিল। এর মধ্যে প্রকল্প পরিচালক ১ জন, সহকারী প্রকৌশলী/এক্সটেনশন অফিসার, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ১ জন, একাউন্ট্যান্ট কাম ক্যাশিয়ার ১ জন, কম্পিউটার অপারেটর ১ জন ও বার্তাবাহক ১ জন। বিসিকের বিদ্যমান জনবল হতে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১৩। অডিট সম্পর্কিত তথ্য

প্রকল্পটির অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত অডিট প্রতিবেদনে (পৃষ্ঠা ৫, অনু: ১) অনিয়মিত প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণার্থীদের বিল প্রদান প্রসঙ্গে উল্লখ করা হয় যে, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ও প্রকল্প পরিচালক আর্থিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিল প্রদান করা হয়েছে।

১৪.০। সুপারিশমালা

১৪.১ এ প্রকল্পের আওতায় ৩৪ জন তাঁতীর মধ্যে মাত্র ১০ জন ঋণের অর্থ ফেরত প্রদান করেছেন। ১৯.৩৯ লক্ষ টাকার বিপরীতে মাত্র ৯.০০লক্ষ টাকা পরদির্শন সময় পর্যন্ত আদায় হয়েছে। অর্থাৎ প্রদত্ত ঋণ আদায়েন হার খুবই হতাশাজনক। এ ঋণ নিয়মিত আদায়ের ব্যপারে বিসিক অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। শিল্প মন্ত্রণালয়কে বিষয়টি নিয়মিত তদারকি করতে হবে। এছাড়া একজন ঋণ আদায়কারী কর্মকর্তার নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ৯.৩) ।

১৪.২ বিদ্যমান অবস্থায় বিসিকের রংপুর শিল্প সহায়ক কেন্দ্রের কর্মবর্তাবৃন্দকে ঋণ আদায়ের ব্যাপারে আরো সচেষ্ট হতে হবে।

১৪.৩ প্রায় ছাব্বিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত দ্বিতল বিশিষ্ট ভবনটি দীর্ঘ দিন ব্যবহৃত না হওয়ায় এর টেবিল চেয়ার, আসবাব পত্র, ফ্যান, লাইট ইত্যাদিতে ধুলো বালি জমে গিয়েছে। ভবনের নিচ তলায় যে দুটি লুম স্থাপন করা হয়েছে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু না থাকায় তাও অযত্নে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ভবনের দেয়াল ও ফ্লোর অপরিচ্ছিন্ন ও নোংরা হয়ে গেছে। উভয় ফ্লোরে

নির্মিত টয়লেট ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তাই ভবনটি ব্যবহারের লক্ষ্যে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করত: ভবন এবং ভবনে রক্ষিত যন্ত্রপাতি সংরক্ষণের বিষয়টি শিল্প মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে (অনুচ্ছেদ ৯.৫)।

১৪.৪ প্রকল্পটি জুন ২০১৩ এ সমাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ এ সময়ের মধ্যে প্রকল্পের যাবতীয় ভৌত এবং আর্থিক কর্মকান্ডেরও পরিসমাপ্তি ঘটলেও ফেব্রুয়ারী ২০১৪ মাসে উক্ত ভবন নির্মাণের চূড়ান্ত বিল প্রদান করা আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃঙ্খলা পরিপন্থী। এ বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৪.৫ অফিস ফার্নিচার ও লুম স্থাপন এর বিষয়ে কোটেশন পদ্ধতিতে ক্রয় কার্যক্রমে অনিয়ম হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় । শিল্প মন্ত্রণালয় বিষয়টি খতিয়ে দেখবে এবাং দায়ীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ৯.৭)।

১৪.৬ প্রকল্প সমাপ্তির প্রায় দু'বছর পার হলেও প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান না করা আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃঙ্খলা পরিপন্থী। এ বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৪.৭ ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি পুনরায় চালু করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ভবিষ্যতে এ ধরণের কর্মসূচী গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রদেয় ঋণের পরিমাণ, ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ও প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি, প্রশিক্ষকদের শাড়ীর ড্রইং-ডিজাইনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান, বেঁনারশী শাড়ী প্রস্তুত করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফিনিশিং বা ক্যালেন্ডারিং (ইস্ত্রীকরণ) মেশিনের সংস্থান ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে।

১৪.৮ প্রকল্পের অডিট প্রতিবেদনে (পৃষ্ঠা ৫, অনু: ২) অনিয়মিত প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণার্থীদের বিল প্রদানের ক্ষেত্রে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ও প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক আর্থিক ক্ষমতার অপব্যবহারের বিষয়টি শিল্প মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখবে।

১৪.৯ ভবিষ্যতে প্রকল্প পরিচালকগণকে পূর্ণাঙ্গ পিসিআর প্রণয়নে যথাযথ তথ্য সন্নিবেশ এবং পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণের পূর্বে শিল্প মন্ত্রণালয় কে তা নিশ্চিত করতে হবে।

১৪.১০ অনুচ্ছেদ ১৪.১ হতে ১৪.৯ এর আলোকে গ্রহীত ব্যবস্থা, আগামী ০২ মাসের মধ্যে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে।

‘বিএমআর অব ফরিদপুর সুগার মিলস লিমিটেড (২য় সংশোধিত)’ প্রকল্প

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন,২০১৩)

১। প্রকল্পের নাম : ‘বিএমআর অব ফরিদপুর সুগার মিলস লিমিটেড (২য় সংশোধিত)’ ।

২। প্রকল্পের অবস্থান : ফরিদপুর সদর ।

৩। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : শিল্প মন্ত্রণালয়।

৪। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)

৫। প্রকল্পের ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল :

(লক্ষ টাকায়)

মূল (প্রঃসাঃ)	১ম সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)	২য় সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)	প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	মূল	১ম সংশোধিত	২ম সংশোধিত	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৯৯০.৩৪ (-)	২১৬০.৫৭	২৫৮৩.৭৪ (-)		জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১১	জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১২	জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৩	জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৩	-	২ বছর (১০০%)

৬। <u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ</u>

প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ব্যয় বিভাজন নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	সরবরাহ ও সেবা					
১.	কন্টিনজেন্সি		৫.০০		প্রকল্প সমাপ্তির দুই বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হলেও এর সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) না পাওয়ায় অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায়নি ।	
	মূলধন (যন্ত্রপাতি আমদানি)	৪ সেট				
২.	সিএফআর মূল্য		১৭৪২.৪৭			
৩.	বীমা (২.০৪% সিএফআর-এর)		৩৪.৬২			
৪.	অন্যান্য চার্জ (১.২৫%)		২১.২১			
৫.	ল্যান্ডিং ও ট্রান্সপরটেশন		১৬.৯৭			
৬.	স্থানীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	১২ সেট	৪৬৮.৮১			
৭.	ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ডিজাইন, যন্ত্রপাতি স্থাপন, ইকেশন ও ইনস্টলেশন		১১৫.১৪			
	পূর্ত কাজ					
৮.	বয়লার হাউজ, চিমনি ইত্যাদি নির্মাণ		১১২.৯৪			
৯.	সিডি ভ্যাট (৬% সিএফার এর)		৬২.৪৬			
	মূল্য বৃদ্ধিজনিত ব্যয়		৪.১১			
		সর্বমোট	২৫৮৩.৭৪			

৭। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ

সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় মিল হাউজের জন্য ক্রয়কৃত Donnelly Chute যন্ত্রাংশটি স্থাপন করা হয়নি। পর্যাপ্ত জায়গার অভাবে এটি স্থাপন করা যায়নি বলে ফরিদপুর চিনি কলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অবহিত করেন ।

৮। সাধারণ পর্যবেক্ষণ

৮.১। প্রকল্পের পটভূমি

ফরিদপুর সুগার মিলস ১৯৭৭ সালে স্থাপিত হয় । বর্তমানে মিলটির দৈনিক ইক্ষু মাড়াই ক্ষমতা ১,০১৬ মে: টন । স্থাপনের পর হতে বিগত মাড়াই মৌসুমসমূহে এ এলাকায় ইক্ষু চাষ বৃদ্ধি এবং মিলে অধিক পরিমাণে ইক্ষু সরবরাহের কারণে চিনিকলটিতে স্বাভাবিক মাড়াই মৌসুমের তুলনায় মাড়াইকাল দীর্ঘায়িত করে (গড়ে প্রায় ১৫০ দিন) ইক্ষু মাড়াই করা হয়ে থাকে । মাড়াইকাল দীর্ঘায়িত হওয়ায় একদিকে যেমন চিনিকলটির অর্থনৈতিক আয়ুস্কাল দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে তেমনি চিনি আহরণের হার এবং মাঠে দন্ডায়মান আখ শুকিয়ে ওজন হ্রাস পায় বলে মিল ও আখচাষী উভয়ই আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। ফরিদপুর মিল এলাকায় প্রায় ৩৫,৮০০ একর ইক্ষু চাষযোগ্য জমির মধ্যে বর্তমানে প্রতিবছর গড়ে ১৪,১০০ একর জমিতে ইক্ষু চাষ করা হয় । এলাকায় ইক্ষু চাষ আরো বৃদ্ধি এবং মাড়াইয়ের জন্য মিলে পর্যাপ্ত ইক্ষু পাওয়ার লক্ষ্যে আলোচ্য বিএমআর প্রকল্পটি গ্রহন করা হয়।

৮.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য

আলোচ্য প্রকল্পের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য নিম্নরুপ :

(ক) ফরিদপুর চিনি কলের অতি পুরাতন কিছু যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন, আধুনিকায়ন ও সুষমকরণের মাধ্যমে কারখানার কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি এবং; (খ) বার্ষিক ২৬৭৩. মে.টন চিনি উৎপাদন বজায় রাখা ।

৮.৩। প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন সম্পর্কিত তথ্য

'বিএমআর অব ফরিদপুর সুগার মিলস লিমিটেড' শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ১৯৯০.৩৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই/২০০৯ হতে জুন/২০১১ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ১০/১১/২০০৯ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন মেয়াদ শুরুর ৪ (চার) মাসের অধিক সময় পর অনুমোদিত হয় । প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম শুরু করতে আরও বিলম্ব হয়। এছাড়া বয়লারের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ১ (এক) বছর মেয়াদ বৃদ্ধিসহ প্রকল্পটি ১ম সংশোধন করা হয় । ১ম সংশোধিত ডিপিপির ব্যয় ২১৬০.৫৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন করা হয় এবং প্রকল্পে মেয়াদ ১ (এক) বছর বৃদ্ধি করে জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১২ করা হয়। পরবর্তীতে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার বৃদ্ধি ও যাবতীয় পূর্ত কাজের সিডিউল রেট বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পটির ১ (এক) বছর মেয়াদ বৃদ্ধিসহ ২য় সংশোধন করা হয়। ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৫৮৩.৭৪ টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

৮.৪। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য

নং	নাম ও পদবী	পূর্ণ কালীন	খন্ড কালীন	একের অধিক প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত কিনা	প্রকল্প পরিচালকদেক দায়িত্ব কাল
১।	জনাব আবুল কাশেম পরিচালক (উৎপাদন ও প্রকৌশল)	* প্রকল্পের পিসিআর না পাওয়ায় এ তথ্য উল্লেখ করা যায়নি ।			
২।	জনাব কমল কান্তি সরকার ব্যবস্থাপনা পরিচালক				

৮.৫ **অগ্রগতি পর্যালোচনা**

শিল্প মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) না পাওয়ায় অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি যাচাই করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়নের যে চিত্র পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ:

৮.৫.১ বয়লার স্থাপন

পরিদর্শকালীন ফরিদপুর সুগার মিলটি বন্ধ পাওয়া যায়। মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আখ মৌসুম শেষ হয়ে যাওয়ায় গত ১৪/০৪/২০১৫ মিলটির উৎপাদন বন্ধ করে দেয়া হয় বলে জানান। এক্ষণে মিলের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলছে। প্রকল্পের আওতায় বয়লার স্থাপনের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান বয়লার কার্যকর রয়েছে এবং গত ১৪/৪/২০১৫ পর্যন্ত তা চালানো হয়েছে । বয়লার চালানো সংক্রান্ত প্রমাণপত্র সরবরাহ করতে বললে তিনি তা সরবরাহ করেন। বয়লার কর্তৃক স্টীম উৎপাদনের চিত্রে দেখা যায় যে, সর্বশেষ ১৪ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে ৩০-৩৯ মে: টন /ঘন্টা স্টীম উৎপাদন করতে পেরেছে । উল্লেখ্য প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত বয়লারটির স্টীম উৎপাদন ক্ষমতা ৪০ মে: টন/ঘন্টা । সুগার মিলের মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার

বলেন, প্রকল্পের আরডিপিপি অনুযায়ী বয়লার এর জন্য প্রয়োজনীয় Boiler Feed pump, Induced Draft fan, Forced Draft Fan, Secondary Air Fan, Water Treatment plant, Coal conveyer, Boiler Control Room, চিমনি ইত্যাদি যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে।

৮.৫.২ অন্যান্য যন্ত্রপাতি

প্রকল্পের আওতায় বয়লার ও এর আনুসাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ছাড়াও Prepared Cane Elevator (Rack Carrier) Shreder, Return Baggage Carrier, Molasas Weighing Scale, Juice Heater ইত্যাদি স্থাপন করা হয়েছে।

৯.০ পর্যবেক্ষণ

৯.১ প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণের জন্য নির্ধারিত। কিন্তু প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার পর দুই বছরেরও বেশী সময় অতিবাহিত হয়েছে। অদ্যাবধি এর পিসিআর আইএমইডিতে পাওয়া যায়নি। সময়মত পিসিআর প্রদান না করার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

৯.২ পরিদর্শনে উপরোক্ত (৮.৫.১-৮.৫.২) যন্ত্রপাতিসমূহ স্থাপন করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। তবে Shreder স্থাপন করা হলেও শুরু থেকেই তা চালানো যায় না। এটি চালালে আখের রস বিকট শব্দে বাস্পকারে ধোয়াচ্ছন্ন হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।এ ধোয়াচ্ছন্ন রস মিল হাউজে প্রবেশ করার ফলে চিনি উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং কারখানার পরিবেশ নষ্ট হয়। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই এমনটি হয় বলে স্থানীয় কর্মকর্তাগণ অবহিত করেন। এ ত্রুটি অদ্যাবধি চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন সংশোধনের উদ্যোগ নেয়নি বলে জানা যায়।

৯.৩ এ ছাড়া মিল হাউজের জন্য প্রয়োজনীয় Donnelly Chute প্রকল্পস্থানে খোলা অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান পর্যাপ্ত জায়গার অভাবে উক্ত যন্ত্রটি স্থাপন করা যায়নি। অর্থাৎ যন্ত্রটি ব্যবহার করা যাবে কিনা তা পরীক্ষা করা ছাড়াই এটি ক্রয় করা হয়েছে এবং এক্ষণে এটি নষ্ট হচ্ছে। বিষয়টি সরকারী অর্থ ব্যয়ে শিথিলতা প্রদর্শনেরই নামান্বর। এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৯.৪ সুগার মিলের কর্মপরিবেশ অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা অবস্থায় পাওয়া যায়। কর্মকর্তাগণ জানান মিলটির রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলতে থাকায় পরিবেশ নোংরা হয়ে গেছে। এ অবস্থার শীগ্রই উন্নতি হবে বলে তিনি অবহিত করেন।

১০ সুপারিশ

১০.১ প্রকল্প সমাপ্তির পর দুই বছরের বেশী সময় অতিবাহিত হওয়া সত্বেও এর পিসিআর প্রদান না করার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকসহ পিসিআর প্রস্তুত করণ ও প্রেরণের সাথে জড়িতদের দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে তাদের বিরুদ্ধে শিল্প মন্ত্রণালয়কে সুনির্দিষ্ট শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০.২ Shreder যন্ত্রটি স্থাপন করা হলেও শুরু থেকেই যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে চালানো যায় না। Warranty Period এর মধ্যে এটি প্রতিস্থাপন/সচল করার উদ্যোগ কেন নেয়া হয়নি তা মন্ত্রণালয় তদপ্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১০.৩ মিল হাউজের জন্য প্রয়োজনীয় Donnelly Chute যন্ত্রটি ব্যবহার করা যাবে কিনা তা পরীক্ষা না করেই ক্রয় করে ফেলে রাখা সরকারী অর্থ অপচয়ের শামীল। বিষয়টি তদন্ত করে শিল্প মন্ত্রণালয় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১০.৪ সুগার মিলের অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা কর্মপরিবেশ উন্নতকরার আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১০.৫ সমাপ্ত প্রকল্পটির External Audit সম্পাদন করে অডিট প্রতিবেদন অত্র বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

১০.৬ উপরোক্ত সুপারিশ নং ১০.১ হতে ১০.৫ এর আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করে আগামী ২(দুই) মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

''এষ্ট্যাবলিশমেন্ট অফ অ্যান অরগানিক ব্যায়ো-ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট ফ্রম প্রেস-ম্যাড অ্যাট কেরু'স সুগার মিলস্ (২য় সংশোধিত)

শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায় প্রতিবেদন ।

(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১২)

১.০ প্রকল্প পরিচিতি

১.১	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	:	শিল্প মন্ত্রণালয়
১.২	নির্বাহী সংস্থা	:	বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন
১.৩	প্রকল্পের অবস্থান	:	কেরু এন্ড কোং (বাংলাদেশ) লি:, দর্শনা, দামুরহুদা, চুয়াডাঙ্গা
১.৪	প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্য	:	

১.৪.১ পটভূমি :

- ❖ বাংলাদেশ একটি কৃষি নির্ভর দেশ, যেখানে মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ প্রায় ০.৩০ একর; যা বিশ্বের সবচেয়ে কম। এ সীমিত জমি থেকেই দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হয় । রাসায়নিক সারের অত্যধিক ব্যবহার, অপরিকল্পিত চাষাবাদ, জমি ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতার দরুণ কৃষি জমির জৈব উপাদন ও পুষ্টিমান হ্রাসের মাধ্যমে জমির উর্বরতা কমে যাচ্ছে;যার ফলশ্রুতিতে শস্য উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে । বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষি জমিতে জৈব উপাদানের পরিমাণ ১.৭ শতাংশেরও কম; যেখানে ন্যূনপক্ষে ৩.৫ শতাংশ থাকা প্রয়োজন । জমির স্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে জৈব উপাদান তথা জৈব সার ব্যবহার করা প্রয়োজন । চিনিকলের বর্জ্য-প্রেস-মাড,জৈব-সার উৎপাদনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল; যা দেশের চিনিকলসমূহ থেকে সহজেই লভ্য । দেশের ১৫টি সরকারি চিনিকল থেকে প্রতিবছর প্রায় ৫০-৬০ হাজার মেট্রিক টন প্রেস-মাড এবং কেরু এন্ড কোং (বাংলাদেশ) লি: এর ডিষ্টিলারি থেকে প্রতিবছর প্রায় এক হাজার মেট্রিক টন স্পেন্ট-ওয়াশ উৎপন্ন হয়। এই প্রেস-মাড এবং স্পেন্ট-ওয়াশ যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয় না । কম্পোষ্টিং পদ্ধতিতে প্রেস-মাড এবং স্পেন্ট –ওয়াশ থেকে জৈব সার উৎপাদন করার একটি ভাল সুযোগ রয়েছে।
- ❖ জৈব সার পরিবেশ ও মাটির জন্য উপকারী । জৈব সার শস্য ও মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে । খাদ্যশস্যসহ অন্যান্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহার করে সারাদেশ লাভবান হতে পারে । জৈব সার ব্যবহারে কৃষকের আয় বৃদ্ধি পাবে । জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পেলে রাসায়নিক সারের ব্যবহার হ্রাস পাবে; ফলে রাসায়নিক সারের আমদানি কমে আসবে । প্রাথমিকভাবে দেশের ছয়টি চিনিকলের প্রেস-মাড এবং কেরু এন্ড কোং (বাংলাদেশ) লি: এর ডিষ্টিলারি'র স্পেন্ট-ওয়াশ ব্যবহার করে প্রতিবছর প্রায় নয় হাজার মেট্রিক টন জৈব সার উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে ।

১.৪.২ উদ্দেশ্য :

- ❖ চিনিকলের প্রেস-মাড এবং ডিষ্টিলারি'র স্পেন্ট-ওয়াশ থেকে প্রতি বছর নয় হাজার মেট্রিক টন জৈব বায়ো-সার উৎপাদন'
- ❖ চিনিকলের দুষণ প্রতিরোধ এবং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিকরণ;
- ❖ চিনিকলের প্রেস-মাড এবং স্পেন্ট-ওয়াশের অর্থনৈতিক ব্যবহারের মাধ্যমে চিনিকলের আয় বৃদ্ধিকরণ; এবং
- ❖ চিনিকলের খামারের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করণ ।

১.৫ প্রকল্পের অর্থায়ন : সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন ।
ঋণ ও দায়মুক্ত মূলধনের অনুপাত ৬০:৪০ ।

২.০ প্রকল্পের ব্যয় ও বাস্তবায়ন মেয়াদ এবং অংগভিত্তিক অগ্রগতি

২.১ প্রকল্পের ব্যয় ও বাস্তবায়ন মেয়াদ : সারণী-০১ ও ২ দ্রষ্টব্য

সারণী-১

(লক্ষ টাকায়)

আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়				প্রকৃত ব্যয়	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)
	মূল অনুমোদিত	প্রথম সংশোধিত	সর্বশেষ সংশোধিত (দ্বিতীয় সংশোধিত)		
মোট	৪৬৮.৬১	৬৫৪.০৮	৭২৪.৬৫	৭১৯.১৩	২৫০.৫২ (৫৩.৪৬%)
জিওবি	৪৬৮.৬১	৬৫৪.০৮	৭২৪.৬৫	৭১৯.১৩	২৫০.৫২ (৫৩.৪৬%)

সারণী-০২

আরডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল			প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল অনুমোদিত	প্রথম সংশোধিত	সর্বশেষ সংশোধিত (দ্বিতীয় সংশোধিত)		
জুলাই ২০০৯ জুন ২০১১	জুলাই ০৯-জুন ২০১২	জুলাই ০৯-ডিসেম্বর ২০১২	নভেম্বর ০৯-ডিসেম্বর ২০১২	১৮ মাস (১৫.০০%)

প্রকল্পের অঙ্গ ভিত্তিক অগ্রগতি

২.২ প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের সংস্থান, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-এ প্রদর্শিত তথ্য, এবং পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পের অংগভিত্তিক অগ্রগতি (আর্থিক ও বাস্তব) সারণী-০৩ এ সন্নিবেশিত হলো ।

সারণী-০৩

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	অংগের নাম	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
(ক) রাজস্ব অংশ						
০১	কন্টিঞ্জেন্সি	-	থোক	৪.৫০	থোক	৪.৫০
	উপ-মোট: (ক)	-	-	৪.৫০	-	৪.৫০
(খ) মূলধন অংশ						
০২	বৈদেশিক যন্ত্র	-	-	-	-	-
	সিএফআর মূল্য	সেট	০১	১৯৭.৮১	০১	২০১.০৭
	বীমা	প্যাকেজ	০১	২.১৮	০১	২.১৪
	অন্যান্য মাশুল	প্যাকেজ	০১	১.৩৪	০১	১.৪৫
	অবতরণ ও পরিবহন	প্যাকেজ	০১	১.৬৪	০১	১.৬৩
০৩	স্থানীয় যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	০৫	১৩৪.০০	০৫	১৩৪.৫১
০৪	যন্ত্রপাতির ভিত্তি স্থাপন	লট্	০১	৩.০০	০১	১.৮১
০৫	যন্ত্রপাতি স্থাপন	-	থোক	২.০০	থোক	২.০০
০৬	মোটরযান	সংখ্যা	০৬	১৩০.০০	০৬	১২৬.৭৭
০৭	ভূমি উন্নয়ন এবং কম্পোষ্ট বেড নির্মাণ	ঘনমিটার	১০০০০+১৭৯১.৪১	১১৬.৫০	১০০০০+১৭৯১.৪১	১১৬.২৭
০৮	নির্মাণকাজ(অফিসভবন,গোডাউন, ও অন্যান্য	--	থোক	১২১.০০	থোক	১১৬.৩০
০৯	সিডি ভ্যাট	--	থোক	১০.০০	থোক	১০.৬৮
	উপ-মোট (খ)	--	--	৭২০.১৫	--	৭১৪.৬৩
	সর্বমোট (ক+খ)	--	--	৭২৪.৬৫	--	৭১৯.১৩

তথ্যসূত্র: প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন পৃষ্ঠা নং-০৪

৩.০ প্রকল্পের আওতায় কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ

প্রকল্প এলাকায় পল্লী বিদ্যুতের সংযোগ ফি এর জন্য অনুমোদিত আরডিপিপিতে ৪.৫০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী পল্লী বিদ্যুতের সংযোগ ফি বাবদ সংস্থানকৃত অর্থ অপেক্ষা ০.৫১ লক্ষ টাকা অধিক অর্থাৎ মোট ৫.০১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে । অথচ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, পল্লী বিদ্যুতের সংযোগ এখনও পাওয়া যায়নি, বিধায় খাতটিতে এখনও ব্যয় হয়নি । বিষয়টি এ প্রতিবেদনের ৮.৩.২ অনুচ্ছেদের' অংশে তুলে ধরা হয়েছে।

৪.০ প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন পদ্ধতি :
আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নলিখিত বিষয়/পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে :

- প্রকল্পের আরডিপিপি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন এর তথ্য পর্যালোচনা;
- পিইসি, ডিপিইসি, পিআইসি, এবং পিএসসি সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- Random Selection- এর ভিত্তিতে কতিপয় কাজের দরপত্র পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত সরেজমিন পরিদর্শন; এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে পর্যালোচনা ।

৫.০ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন

৫.১ অনুমোদন

আলোচ্য প্রকল্পের উপর গত ১১-০৫-২০০৯ খ্রি: তারিখে 'প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি' সভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত কমিটি'র সুপারিশের আলোকে মোট ৪৬৮.৬১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০০৯ থেকে জুন, ২০১১ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি গত ১১-১১-২০০৯ খ্রি: তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং গত ২৪-১১-২০০৯ খ্রি: তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়।

৫.২ প্রথম সংশোধন

পরবর্তীতে প্রকল্পের ১ম সংশোধিত প্রস্তাবনার উপর গত ১৩-১০-২০১১ খ্রি: তারিখে' প্রকল্প মূল্যান কমিটি' সভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত কমিটি'র সুপারিশক্রমে প্রকল্পের ব্যয় ১৮৫.৪৭ লক্ষ টাকা (প্রায় ৩৯.৫৭%) বৃদ্ধি করে মোট ৬৫৪.০৮ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল এক বছর বৃদ্ধি করে জুলাই, ২০০৯ থেকে জুন, ২০১২ পর্যন্ত পুন:নির্ধারণ করে প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত প্রস্তাবনা মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ১৩-১২-২০১১ খ্রি: তারিখে অনুমোদিত হয় এবং গত ২১-১২-২০১১ খ্রি: তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়। ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে নিম্নলিখিত কারণে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়:

- প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধি ;
- নতুন অংগ হিসেবে কম্পোষ্ট-বেড নির্মাণ কাজের অন্তর্ভূক্তি এবং এর ফলে অতিরিক্তি ৬৫.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি;
- মোটরযান খাতে অতিরিক্ত ৩০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি; এবং
- নতুন অংগ হিসেবে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ক্রয়/কার্যাদি অন্তর্ভূক্তি, এবং এর ফলে অতিরিক্ত ৭০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি ।

৫.২ দ্বিতীয় সংশোধন

এরপর গত ২৪-০৬-২০১২ খ্রি: তারিখে প্রকল্পটি ২য় সংশোধিত প্রস্তাবনার উপর'প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি'সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কমিটি'র সুপারিশের আলোকে প্রকল্পের ব্যয় আরও ৭০.৫৭ লক্ষ টাকা (প্রায় ১০.৮০%) বৃদ্ধি করে মোট ৭২৪.৬৫ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল আরও ছয় মাস বৃদ্ধি করে জুলাই, ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত পুন: নির্ধারণ করে প্রকল্পটির ২য় সংশোধিত ডিপিপি গত ১৭-০৯-২০১২ খ্রি: তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদি হয় । ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পটি সংশোধনের কারণ নিম্নরুপ :

- প্রকল্পের মেয়াদ ছয় মাস বৃদ্ধি ;
- নতুন অংগ হিসেবে সৌর প্যালেন স্থাপন অন্তর্ভূতি এবং এর ফলে অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি; এবং
- নির্মাণখাতে কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং এর ফলে ব্যয় বৃদ্ধি ।

৬.০ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি, এবং ব্যয়

অনুমোদিত আরডিপিপিতে প্রকল্পের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত বছরওয়ারি এডিপি বরাদ্দ চাহিদা উল্লেখ ছিল। 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী প্রকল্পের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত অর্থাৎ জুলাই ২০০৯ ডিসেম্বর.২০১২ পর্যন্ত মোট ০৪টি আর্থিক বছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রকল্পের অনুকূলে সর্বমোট ৭২৪.৭৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে; যার সম্পূর্ণ অংশই অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় করা হয়েছে মোট ৭১৯.১৩ লক্ষ টাকা; যা প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রায় ৯৯.২৪% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের প্রায় ৯৯.২২% ।

সারণী-০৪

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
২০০৯-২০১০	৫৮.০০	৫৮.০০	--	৫৮.০০	৫৮.০০	৫৮.০০	--
২০১০-২০১১	২০০.১০	২০০.১০	--	২০০.১০	২০০.১০	২০০.১০	--
২০১১-২০১২	৩৯১.৬৮	৩৯১.৬৮	--	৩৯১.৬৮	৩৯১.৬৮	৩৯১.৬৮	--
২০১২-২০১৩	৭৫.০০	৭৫.০০	--	৭৫.০০	৬৯.৩৫	৬৯.৩৫	--
সর্বমোট	৭২৪.৭৮	৭২৪.৭৮	--	৭২৪.৭৮	৭১৯.১৩	৭১৯.১৩	--

তথ্যসূত্র: প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন পৃষ্ঠা নং-০৮

➢ পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ

প্রকল্প পরিদর্শনকালে অব্যয়িত অর্থ ফেরতের চালানটি পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুসারে অব্যয়িত ৫.৬৫,০৬৭.৬৪ টাকা গত ১৮/০৬/২০১৩ খ্রি: তারিখে সরকারি কোষাগারে জমা দান করা হয়েছে।

৭.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা

৭.১ প্রকলটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন এর সার্বিক তত্বাবধানে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের শুরু থেকে সমাপ্তিকাল পর্যন্ত বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন এর দুইজন কর্মকর্তা বিভিন্ন পর্যায়ে সংস্থার নিজস্ব রাজস্ব বাজেটের অধীনে তাঁদের নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রকল্প পরিচালক-সম্পর্কিত তথ্য নিচের সারণীতে সন্নিবেশিত হলো:

সারণী-০৫

ক্র:নং	কর্মকর্তার নাম,পদবি ও বেতন স্কেল	নিয়োগের ধরন	এ কের অধিক প্রকল্পে নিয়োজিত	কার্যকাল	
				যোগদান	বদলি
	এ এস এম আবদার হোসেন সচিব বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন চিনিশিল্প ভবন, ৩, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০ (বেতন স্কেল: টা: ২৯০০০-৩৫৬০০/-)	খন্ডকালীন	-	১৯-১০-২০১০	*

তথ্যসূত্র: প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন পৃষ্ঠা নং-০৫

➢ লক্ষণীয়

(ক) প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালে বিএসএফআইসি'র দুইজন কর্মকর্তা বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকল্পটির প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জনাব এ এস এম আবদার হোসেন প্রকল্পটির দ্বিতীয় প্রকল্প পরিচালক। প্রকল্পের সমাপ্তিকাল পর্যন্ত তিনি দায়িত্ব পালন করেন। প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন তিনি কেরু এন্ড কোং(বাংলাদেশ) লি: এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর পদ থেকে বিএসএফআইসি'র সচিব পদে বদলি হন। উল্লেখ্য, প্রকল্পটির প্রথম প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কে কোন তথ্য 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'এ পাওয়া যায় না ।

(খ) সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, ও সংশোধন পদ্ধতি –সংক্রান্ত পরিপত্র অনুসারে অর্থ বিভাগের 'জনবলের ধরন ও সংখ্য নির্ধারণ-সম্পর্কিত কমিটি'র সুপারিশ মোতাবেক প্রকল্পের জন্য জনবল নিয়োগ করার বিধান আছে; কিন্তু আলোচ্য প্রকল্পে জনবল নিয়োগের বিষয়ে উক্ত কমিটি'র কোন সুপারিশ অনুমোদিত ডিপিপিতে পাওয়া যায় না । প্রকল্প প্রণয়নের প্রারম্ভেই উক্ত কমিটি'র সভা আয়োজনপূর্বক কমিটি'র সুপারিশ ডিপিপিতে সংযুক্ত করে ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণ করা উচিৎ ছিল, যা এক্ষেত্রে অনুসৃত হয় নি বলে প্রতীয়মান হয় ।

৮.০ প্রকল্প পরিদর্শন ও সাধারণ পর্যবেক্ষণ

৮.১ পরিদর্শন

প্রকল্পটি গত ৩১-১২-২০১২ খ্রি: তারিখে সমাপ্ত ঘোষিত হয় এবং এর' প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' গত ০১-০৭-২০১৩ খ্রি: তারিখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সংশ্লিষ্ট সাব-সেক্টরে পাওয়া যায় । প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়নের নিমিত্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন বিভাগের সহকারী পরিচালক, জনাব রনি রহমান কর্তৃক গত ০৬-১০-২০১৩ খ্রি: তারিখে চুয়াডাঙ্গা দামুরহদা উপজেলার দর্শনায় প্রকল্পটির বাস্তবায়িত অংশ সরজমিনে পরিদর্শন করা হয় । পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, জনাব এ এস এম আবদার হোসেন-সচিব, বিএসএফআইসি; কেরু এন্ড কোং (বাংলাদেশ) লি: এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জনাব এস এম সুদর্শন; কেরু এন্ড কোং (বাংলাদেশ) লি: এর উপ-ব্যবস্থাপক (ল্যাব), জনাব মো: সাখাওয়াত হোসেন; এবং বায়ো-ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট সরবরহকারী প্রতিষ্ঠান, TRIO-CHEM (ভারত) এর প্রতিনিধি, জনাব অতিশ পি গুন্দ-সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার, Sucrotech Engineering & Projects Pvt.Ltd. এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে সার্বিক সহায়তা করেন ।

৮.২ প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন

সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৭২৪.৬৫ লক্ষ টাকা । মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত' প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুসারে প্রকল্পটির আওতায় মোট ব্যয় হয়েছে ৭১৯.১৩ লক্ষ টাকা । এ হিসেবে প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৯৯.২৪%।

৮.৩ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের অনুমোদিত খাতওয়ারি বাস্তবায়ন এবং অর্জিত অগ্রগতি বিশ্লেষণ

৮.৩.১ রাজস্ব অংশ

- কন্টিঞ্জেন্সি

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে রাজস্ব অংশের অধীনে কেবল কন্টিঞ্জেন্সি/সম্ভাব্য ব্যয় উপ-খাতের আওতায় মোট ৪.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল । 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী উপ-খাতটিতে সংস্থানকৃত সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় হয়েছে । আর্থিক অগ্রগতি ১০০% ।

৮.৩.২ মূলধন অংশ

- সম্পদ সংগ্রহ

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ খাতের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ৩৪১.৯৭ লক্ষ টাকা । 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী বরাদ্দকৃত অর্থ অপেক্ষা ২.৬৪ লক্ষ টাকা অধিক ব্যয় করে খাতটিতে মোট ব্যয় হয়েছে ৩৪৪.৬১ লক্ষ টাকা; যা মোট বরাদ্দের প্রায় ১০০.৭৭%।

খাতটির অধীনে উপ-খাতওয়ারী ব্যয় ও অগ্রগতির বিশ্লেষণ নিচে তুলে ধরা হলো:

- বৈদেশিক যন্ত্র

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ উপ-খাতের আওতায় এক সেট এরো-টিলার যন্ত্র ক্রয়ের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ২০২.৯৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী এরো-টিলার যন্ত্র ক্রয় খাতে মোট ব্যয় হয়েছে ২০৬.২৯ লক্ষ টাকা; যা নির্ধারিত বরাদ্দের প্রায় ১০১.৬৪ % অর্থাৎ নির্ধারিত বরাদ্দ অপেক্ষা বেশি ব্যয় হয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ১০০% ।

বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে 'সিএফআর মূল্য' বীমা' অবতরণ ও পরিবহন' এবং 'অন্যান্য মাশুল' এর জন্য অনুমোদিত আরডিপিপি-তে বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে ১৯৭.৮১ লক্ষ, ২.১৮ লক্ষ, ১.৬৪ লক্ষ, এবং ১.৩৪ লক্ষ টাকা । 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুসারে'সিএফআর মূল্য' খাতে ব্যয় হয়েছে ২০১.০৭ লক্ষ টাকা, যা এ খাতে মোট বরাদ্দের ১০১.৬৫% ; বীমা খাতে ব্যয় হয়েছে ২.১৪ লক্ষ টাকা. যা এ খাতে মোট বরাদ্দের ৯৮.১৬% ; অবতরণ ও পরিবহন খাতে ব্যয়

হয়েছে ১.৬৩ লক্ষ টাকা, যা এ খাতে মোট বরাদ্দের ৯৯.৪০% ; এবং অন্যান্য মাশুল খাতে ব্যয় হয়েছে ১.৪৫ লক্ষ টাকা, যা এ খাতে মোট বরাদ্দের ১০৮.২১ % ।

➢ পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, এক সেট এরো-টিলার যন্ত্র ক্রয় করা হয়েছে । প্রকল্প পরিচালক জানান যে, যন্ত্রটি ভারতের TRIO-CHEM কোম্পানি থেকে ক্রয় করা হয়েছে । পরিদর্শনকালে যন্ত্রটির কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে TRIO-CHEM এর প্রতিনিধি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদান করেন । যন্ত্রটির মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে জৈব সার উৎপাদন করা হয়েছে । আগামি জানুয়ারি, ২০১৪ থেকে এটি সম্পূর্ণরুপে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাবে বলে জানা যায় । নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে একটি এরো-টিলার যন্ত্রই যথেষ্ট কি-না জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প পরিচালক এবং TRIO-CHEM এর প্রতিনিধি উভয়ই জানান যে, একটি এরো-টিলর যন্ত্র ব্যবহার করই নির্ধারিত পরিমাণ জৈব সার উৎপাদন করা সম্ভব হবে ।

➢ লক্ষণীয়

প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' থেকে জানা যায় যে, এরো-টিলার যন্ত্র ক্রয়ের জন্য অনুমোদিত আরডিপিপি'তে 'সিএফআর'খাতে মোট বরাদ্দকৃত অর্থের (১৯৭.৮১ লক্ষ টাকা) অতিরিক্ত ৩.২৬ লক্ষ টাকা তথা মোট ২০১.০৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান যে, ইউএস ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়নের দরুন অতিরিক্ত খরচ হয়েছে। অপরদিকে, অন্যান্য মাশুল, খাতেও অনুমোদিত বরাদ্দ (১.৩৪ লক্ষ টাকা) অপেক্ষা অতিরিক্ত ০.১১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে । অনুমোদিত বরাদ্দের অধিক ব্যয় কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, অনুমোদিত বরাদ্দ অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয় পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃংখলার সম্পূর্ণ পরিপন্থী । কিসের ভিত্তিতে এ অনুমোদনহীন অতিরিক্ত ব্যয় করা হলো, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন । প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিষয়টি খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন হবে ।

- স্থানীয় যন্ত্রপাতি

অনুমোদি আরডিপিপিতে এ উপ-খাতের আওতায় বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ১৩৪.০০ লক্ষ টাকা । 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী এ উপ-খাতে ব্যয় হয়েছে ১৩৪.৫১ লক্ষ টাকা; যা নির্ধারিত বরাদ্দের প্রায় ১০০.৩৮% অর্থাৎ নির্ধারিত বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে।

সংগৃহীত যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামের মধ্যে রয়েছে ইউপিভিসি পাইপ, গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি, ১টি ডিজেল জেনারেটর, ১টি সৌর প্যানেল, বৈদ্যুতিক খুটি, বৈদ্যুতিক কেবল, বৈদ্যুতিক উপ-কেন্দ্র (এলটি, পিএফআই). ১টি ট্রান্সফরমার । এছাড়া, পল্লী বিদ্যুতের সংযোগ ফি (৪.৫০ লক্ষ টাকা) এ উপ-খাতের অধীনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে ।

➢ লক্ষণীয়

(ক) 'অনুমোদিত আরডিপিপি'তে স্থানীয় যন্ত্রপাতি উপ-খাতের অধীনে অংগওয়ারী ভৌত পরিমাণ ও বরদ্দ পৃথকভাবে উল্লেখ থাকলেও মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'এ এ উপ-খাতের মোট ব্যয় একত্রে দেখানো হয়েছ; ফলে উপ-খাতটির আওতায় অংগওয়ারী পৃথকভাবে কী পরিমাণ ক্রয় করা হয়েছে এবং কত ব্যয় হয়েছে, তা বুঝা যাচ্ছে না ।

(খ) প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, আলোচ্য উপ-খাতে অনুমোদিত আরডিপিপি'তে মোট বরাদ্দকৃত অর্থের (১৩৪.০০ লক্ষ টাকা) অতিরিক্ত ০.৫১ লক্ষ টাকা তথা মোট ১৩৪.৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে । অনুমোদিত বরাদ্দের অধিক ব্যয় মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় । পল্লী বিদ্যুতের সংযোগ ফি বৃদ্ধির দরুণ এ অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে মর্মে সমাপ্তি প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে । তবে, প্রকল্প পরিদর্শনকালে এবং প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনান্তে জানা যায় যে, পল্লী বিদ্যুতের সংযোগ ফি এখনও প্রদান করা হয় নি । খুব শীঘ্রই পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর উক্ত ফি প্রদান করে পল্লী বিদ্যুতের সংযোগ গ্রহণ করা হবে; কিন্তু এ জন্য প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়, বিধায় আরডিপিপিতে পল্লী বিদ্যুতের সংযোগ ফি বাবদ সংস্থানকৃত অর্থ (২.০০ লক্ষ টাকা) প্রকল্পের ব্যাংক হিসাব থেকে কেরু এন্ড কোং (বাংলাদেশ) লি: এর ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে, এবং সমাপ্তি প্রতিবেদনে এ খাতে ব্যয় হয়েছে মর্মে প্রদর্শন করা হয়েছে ।

(গ) অনুমোদিত বরাদ্দ অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয় পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃংখলার সম্পূর্ণ পরিপন্থী । অনুমোদনহীন এ অতিরিক্ত ব্যয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন । তাছাড়া, পল্লী বিদ্যুতের সংযোগ না পেয়েই অনুমোদনহীনভাবে সংযোগ ফি এর পরিমাণ বৃদ্ধি এবং এ অর্থ প্রকল্পের ব্যাংক হিসাব থেকে কেরু এন্ড কোং(বাংলাদেশ) লি: এর

ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তরের বিষয়ে প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি'র সুপাশি এবং শিল্প মন্ত্রণালয়/যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন আছে কি না. সে বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান জরুরি । প্রশাসনিক মন্ত্রণলয় হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক সমগ্র বিষয়টি খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন হবে । পল্লী বিদ্যুতের সংযোগ প্রাপ্তির সর্বশেষ অবস্থা এবং সংযোগ পেয়ে থাকলে কী পরিমাণ ফি প্রদান করা হয়েছে, তা আইএমইডি-কে জানাতে হবে এবং অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে ফেরত প্রদান করতে হবে ।

➢ পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ

(ক) পরিদর্শনকালে অনুমোদিত আরডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামসমূহ ক্রয় করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় । ২০০ কেভিএ ক্ষমতার একটি ডিজেল জেনারেটর, ২০০ কেভিএ ক্ষমতার একটি ট্রান্সফরমার, ২ কিলোওয়াট ক্ষমতার একটি সৌর প্যানেল, পিএফআই, এলটি স্থাপন করা হয়েছে ।সৌর প্যানেলটি বৈদ্যুতিক উপ-কেন্দ্র ভবণের ছাদে স্থাপন করা হয়েছে।

(খ) গবেষনাগারের যন্ত্রপাতির কোনটির গায়েই প্রকল্পের নাম-নির্দেশক কোন লেখনি বা সনাক্তকরণ চিহ্ন নেই। ফলে. এগুলো সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বা কোন প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহ করা হয়েছে, তা বুঝা যায় না ।

- যন্ত্রপাতির ভিত্তি স্থাপন

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ উপ-খাতের অধীনে মোট ৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল । প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী উপ-খাতটিতে মোট ব্যয় হয়েছে ১.৮১ লক্ষ টাকা; যা মোট বরাদ্দের প্রায় ৬০.৩৩%

- যন্ত্রপাতি স্থাপন

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ উপ-খাতের অধীনে মোট ২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল । 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী সম্পূর্ল অংশই (১০০%) ব্যয় হয়েছে।

- মোটরযান

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ উপ-খাতের অধীনে বিভিন্ন প্রকারের মোট ০৬(ছয়)টি যানক্রয়ের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ১৩০.০০লক্ষ টাকা । প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী ১২৬.৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্র অর্জিত হয়েছে । আর্থিক অগ্রগতি ৯৭.৫১ % এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% । সংগৃহীত যানসমূহের মধ্যে রয়েছে ০১টি ট্র্যাক্টর, ০২টি ট্রলি, ০২টি ট্রাক । এছাড়া, ট্যাংক-লরি'র ক্ষেত্রে ইঞ্জিন, চেসিস এবং ট্যাংকের উপকরণাদি ক্রয় করে নির্মাণ করা হয়েছে।

➢ পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শনকালে ট্রাক দু'টি ব্যতীত অন্যান্য যান প্রকল্প এলাকায় দেখা যায় । ট্রাক দু'টি কেরু'র চিনিকলে রয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান।

- নির্মাণপূর্ত

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ খাতে মোট ২৩৭.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল । 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী ব্যয় হয়েছে ২৩২.৫৭ লক্ষ টাকা; যা খাতটিতে বরাদ্দকৃত অর্থের প্রায় ৯৭.৯২% ।

- ভূমি উন্নয়ন এবং কম্পোষ্ট-বেল নির্মাণ

অনুমোদিত আরডিপিপি-তে এ উপ-খাতের অধীনে মোট বরাদ্দ ছিল ১১৬.৫০ লক্ষ টাকা । 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী ১১৬.২৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্র অর্জিত হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৮০% ।

অনুমোদিত আরডিপিপি-তে ১০,০০০ ঘনমিটার ভূমি উন্নয়ন এবং ১.৭৯১.৪১ ঘন কম্পোষ্ট বেড নির্মাণের সংস্থান ছিল।

➢ লক্ষণীয়

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ উপ-খাতের অধীনে ভূমি উন্নয়ন এবং কম্পোষ্ট বেড নির্মাণবাবদ ভৌত পরিমাণ ও বরাদ্দ পৃথকভাবে উল্লেখ থাকলেও মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত' প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' এ এ উপ-খাতের মোট ব্যয় একত্রে দেখানো হয়েছে ; ফলে উপ-খাতটির আওতায় অংগওয়ারী পৃথকভাবে কত ব্যয় হয়েছে, তা বুঝা যাচ্ছে না ।

➢ পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ভূমি উন্নয়ন এবং কম্পোষ্ট-বেড নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে । প্রকল্প পরিচালক জানান যে, অনুমোদিত আরডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী আলোচ্য কাজসমূহ সম্পন্ন হয়েছে।

- নির্মাণকাজ (অফিসভবন, গুদাম ও অন্যান্য অবকাঠামো)

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ উপ-খাতের অধীন মোট ১২১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল । 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন, অনুযায়ী ১১.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে । আর্থিক অগ্রগতি ৯৬.১২% ।

অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে এ উপ-খাতের অধীনে অনুমোদিত কাজ ও নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরুপ :

ক্র:নং	কাজের বিবরণ	ভৌত লক্ষ্যমাত্রা
ক	উৎপাদিত পণ্য এবং প্যাকিং প্ল্যান্ট এর জন্য গুদাম নির্মাণ	৩৮২.৭২ বর্গমিটার
খ	অফিস কাম গবেষণাগার ভবন নির্মাণ	১১৮.৫০বর্গমিটার
গ	লিচেইট নর্দমা নির্মাণ	৯২৫রানিং মিটার
ঘ	লিচেইট্ সংগ্রহ পিট্ নির্মাণ	২১০ঘনমিটার
ঙ	স্পেন্ট-ওয়াশ লেগুন নির্মাণ (প্রতিটি ১০০০ ঘ: মি: ধারণক্ষমতার)	২টি (২০০০ ঘনমিটার)
চ	HDPE সিট্	৫০০০ কেজি
ছ	এরো-টিলার এবং যানবাহনের জন্য ছাউনি নির্মাণ	১৬৭.২৮ বর্গমিটার
জ	বৈদ্যুতিক উপ-কেন্দ্র ভবন নির্মাণ	২৭.৮৮ বর্গমিটার
ঝ	গভীর নলকুপ স্থাপন (০.৩০ কিউসেক ক্ষমতার)	১টি
ঞ	বাউন্ডারী দেয়ার নির্মাণ	২৩৫.৩৭ রানিং মিটার
ট	রাসায়নিক দ্রব্যাদির জন্য ভান্ডার নির্মাণ	৭৮.০৬ বর্গমিটার
ঠ	লেগুনের ঢাল সংরক্ষণ এবং লিচেইট্ নর্দমার বিটুমিনাস পেইন্ট	উল্লেখ নেই
ড	অফিসের জন্য আসবাবপত্র এবং কম্পিউটার সরঞ্জাম ক্রয়	টেবিল-১০টি, চেয়ার-২০টি, ব্যাক-১০টি, কম্পিউটার সেট ১টি
ঢ	সংযোগ সড়ক নির্মাণ	১৮২.৯৩ রানিং মিটার

- পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ

(ক) পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, আলোচ্য কাজসমূহ সম্পন্ন করা হয়েছে । প্রকল্প পরিচালক জানান যে, অনুমোদিত আরডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী আলোচ্য কাজসমূহ সম্পন্ন হয়েছে ।

(খ) সংগৃহীত আসবাবপত্রসমূহ এবং কম্পিউটার সরঞ্জামের কোনটির গায়েই প্রকল্পের নাম-নির্দেশক কোন লেখনি বা সনাক্তকরণ চিহ্ন নেই। ফলে এগুলো সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বা কোন প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহ করা হয়েছে, তা বুঝা যায় না ।

- লক্ষণীয়

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ উপ-খাতের অধীনে অংগওয়ারী ভৌত পরিমাণ ও বরাদ্দ পৃথকভাবে উল্লেখ থাকলেও মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত ' প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' এ এ উপ-খাতের মোট ব্যয় একত্রে দেখানো হয়েছে; ফলে উপ-খাতটির আওয়াত অংগওয়ারী পৃথকভাবে কত ব্যয় হয়েছে, বা বুঝা যাচ্ছে না ।

- সিডি-ভ্যাট

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ খাতে মোট ১০.৬৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল । ' প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় হয়েছে,; আর্থিক অগ্রগতি ১০০% ।

৯.০০ দরপএ-সংক্রান্ত তথ্য

৯.১ দরপত্র সংক্রান্ত নথি পরীক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পটির আওতায় ক্রয়কাজ/নির্মাণকাজ এর ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় বিধিমালা, ২০০৮ অনুসৃত হয়েছে কি-না, তা যাচাই করা । প্রকল্পটির আওতায় একাধিক প্যাকেজ থাকায় সময়ের সীমাবদ্ধতার নিরিখে Random Selection-এর ভিত্তিতে কয়েকটি প্যাকেজ এর দরপত্র সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করা হয় । মূলত নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ যাচাই করা হয় :

বিষয়	মন্তব্য
দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি'তে নিয়ম অনুযায়ী গঠন করা হয়েছে কি-না	✓
দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি'তে বাইরের সদস্যদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়েছে কি-না	✓
দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি' সভার কার্যবিবরণীতে একজন বাইরের সদস্যের স্বাক্ষর হয়েছে কি-না	✓
দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি'র সদস্যদের ঘোষণা আছে কি-না	✓
দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি'র সুপারিশের আলোকে NoA/কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে কি-না	✓

৯.২ পর্যবেক্ষণ

* বায়ো-সার প্ল্যান্ট সরবরাহ, স্থাপন ও সম্পাদন

টার্ন-কি ভিত্তিতে একটি বায়ো-সার প্ল্যান্ট ডিজাইন, সরবরাহ, স্থাপন, সম্পাদন, এবং পরীক্ষামূলক পরিচালন এর ভিত্তিতে সরবরাহের জন্য দ্বি-স্তরবিশিষ্ট আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয়। নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ০৩টি দরপত্র ধাখিল করা হয়। নির্ধারিত ০১-০২-২০১১ খ্রি: তারিখে দরপত্র উম্মুক্তকরণ কমিটি'কর্তৃক প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ খোলা হয় । আট সদস্যবিশিষ্ট 'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি' গঠন করা হয়, সেখানে দুইজন বহি:সদস্য (বিএডিসি এবং বিআইডব্লিউটিসি) ছিলেন। ০৯-০২-২০১১১ খ্রি: কারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি'র সভা অনষ্ঠিত হয় । দাখিলকৃত তিনটি দরপত্রের মধ্যে দু'টি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র গ্রহণযোগ্য এবং একটি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় । গ্রহণযোগ্য দরপত্রদ্বয়ের মধ্যে সর্বনিম্ন দর দাতা প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় প্রতিনিধি: মেসাসূ ঢাকা সার্ভিসেস কোম্পানি, বাড়ি নং -০৮, ফ্ল্যাট-এফ/টু, রোড-১৩(নতুন) ধানন্ডি আ/এ, ঢাকা (মূল সংস্থা TRIO-CHEM, Sucrotech Engineering & Projects Pvt Ltd. India) এর উদ্ধৃত দর ডিপিপি এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের আলোকে আলোচ্য কাজের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানকে তাদের উদ্ধৃত দর ২৪৯৫০০.০০ ইউএস ডলার মূল্যে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। ২৪-০৪-২০১১ খ্রি: তারিখে দু'পক্ষের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ।

❖ লক্ষণীয়

সংস্থার নিজস্ব এবং সিপিটিইউ এর ওয়েবসাইটে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল কি-না সে বিষয়ে মূল্যায়ন কমিটির কার্যবিবরণীতে কোন উল্লেখ নেই ।

কম্পোষ্ট ইয়ার্ড নির্মাণকাজ

এ কাজের জন্য ০৬-০৯-২০১১ খ্রি: তারিখে দু'টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা, সংস্থা, এবং সিপিটিইউ এর ওয়েবসাইটে উম্মুক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। নির্ধারিত সময় পর্যন্ত মাত্র একটি দরপত্র দাখিল করা হয়। নির্ধারিত ০৯-১০-২০১১খ্রি: তারিখে ' দরপত্র উম্মুক্তকরণ কমিটি,কর্তৃক প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ খোলা হয় । সাত সদস্যবিশিষ্ট' দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি' গঠন করা হয়, সে খানে দুইজন বহি:সদস্য (বিএডিসি এবং বিআইডব্লিউটিসি) ছিলেন। ২৫-১০-২০১১ খ্রি: তারিখে' দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি'র সভা অনুষ্ঠিত হয় । অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানটির (মেসার্স শামীম ট্রেড কর্পোশেন, দর্শনা পুরাতন বাজার, দামুরহদা, চুয়াডাঙ্গা) দরপত্র গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় । প্রতিষ্ঠানটির উদ্ধৃত দর প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা ৫%কম থাকায় মূল্যায়ন কমিটি'র সুপারিশের আলোকে প্রতিষ্ঠানটিকে তাদের উদ্ধৃত দরে ৬১,৮২.৩৯৪.১২ টাকায় আলোচ্য কাজ সম্পাদনের জন্য ২১-১২-২০১১ খ্রি: তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় ।

লক্ষণীয়

আলোচ্য কাজ সম্পাদনের জন্য ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রে দুই স্থানে দুটি ভিন্ন তারিখের উল্লেখ পাওয়া যায়।

১০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন

১০.১ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের চিত্র নিম্নরুপ:

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	পিসিআর অনুসারের উদ্দেশ্য অর্জন
ক) চিনিকলের প্রেস-মাড এবং ডিস্টিলারির স্পেন্ট-ওয়াশ থেকে প্রতি বছর নয় হাজার মেট্রিক টন জৈব বায়ো-সার উৎপাদন	প্রতি বছর নয় হাজার মেট্রিক টন জৈব সায়ো-সার উৎপাদনে সক্ষম একটি বায়ো-সার প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে।
খ) চিনিকলের দুষণ প্রতিরোধ এবং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করণ।	জৈব সায়ো-সার উৎপাদনে চিনিকলসমূহের বর্জ্য ব্যবহারের মাধ্যমে চিনিকল এলাকায় পরিবেশ দুষণ হ্রাস

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	পিসিআর অনুসারের উদ্দেশ্য অর্জন
	পাবে। তাছাড়া জৈব বায়ো-সার ব্যবহারে মাধ্যমে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে।
গ) প্রেস-মাড এবং স্পেন্ট-ওয়াশের অর্থনৈতিক ব্যবহারের মাধ্যমে চিনিকলের আয় বৃদ্ধি করণ ।	সংশ্লিষ্ট চিনিকলসমূহের জন্য জৈব বায়ো-সার বিক্রয়ের মাধ্যমে অতিরিক্ত আয়ের একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
ঘ) চিনিকলের খামারের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাসকরণ।	জৈব বায়ো-সার ব্যবহারের মাধ্যমে জমির পানি ধারণ ক্ষমতা এবং জমির স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটবে; যা চিনিকলের খামারের আখের উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাসে সহায়তা করবে।

১০.২ প্রকল্পের উদ্দ্যে অর্জন বিষয়ে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ

চিনিকলের প্রেস-মাড এবং ডিস্টিলারি'র স্পেন্ট-ওয়াশ থেকে জৈব বায়ো-সার উৎপাদনের বিষয়টি এদেশে একবারেই নতুন । প্রকৃতপক্ষে, আলোচ্য প্রকল্পে মাধ্যমেই এ প্রক্রিয়ায় জৈব বায়ো-সার উৎপাদিত হচ্ছে। প্রতিবেশী দেশ ভারত, পাকিস্তান, থাইল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশে এ প্রক্রয়ায় জৈব বায়ো-সার উৎপাদিত হচ্ছে । এদেশে বিষয়টি একেবারেই নতুন, বিধায় প্রকল্পটির মাধ্যমে স্থাপিত বায়ো-সার প্লান্টটি বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে পরিচালিত হচ্ছে।প্ল্যান্টটি আগামি জানুয়ারী, ২০১৪ থেকে বাণিজ্যিকভাবে সম্পূর্ণরুপে উৎপাদন কর্মসূচিতে চলে যাবে। কাজেই, প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য তথা প্ল্যান্টটির মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় নয় হাজার মেট্রিক টন জৈব বায়ো-সার উৎপাদনসহ প্রকল্পটির অন্যান্য উদ্দেশ্য অর্জন কতটুকু সার্থক হয়েছে, তা এ মুহূর্তে নিরুপণ করা সম্ভক নয়। তবে, অনুমোদিত প্রকল্পের সংস্থান অনযায়ী নির্ধারিত এরো-টিলার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপনকাজ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদ ক্রয় ও স্থাপনকাজ, মোটরযান ক্রয়, অফিসভবন, কম্পোষ্ট বেড, এবং অন্যান্য অবকাঠামো/স্থাপনা নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে স্বল্প মেয়াদে উদ্দেশ্য অর্জিত হলেও পরবর্তীতে প্রভাব মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রকৃতভাবে উদ্দেশ্য অর্জনে সার্থকতা নিরুপণ করা যাবে।

১১.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর ফলাফল

প্রকল্পটির মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুরহুদা উপজেলার দর্শনায় কেরু এন্ড কোং (বাংলাদেশ) লি: চিনিকল প্রাংগণ থেকে প্রায় ১০ কি:মি: দুরে মিলের নিজস্ব খামারে প্রায় চার একর পরিমাণ উম্মুক্ত জায়গায় বায়ো-সার প্ল্যান্ট এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক স্থাপনা/অবকাঠামো ও সরঞ্জাম স্থাপন করা হয়েছে। এ প্ল্যান্টের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের চারটি চিনিকল কুষ্টিয়া সুগার মিলস লি: কেরু এন্ড কোং(বাংলাদেশ) লি: ফরিদপুর সুগার মিলস লি: মোবারকগঞ্জ সুগার মিলস লি: এবং উক্ত অঞ্চল সংলগ্ন দু'টি চিনিকল-পাবনা সুগার মিলস লি: এবং নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস লি: তথা মোট ছয়টি চিনিকলের প্রেস-মাড এবং কেরু এন্ড কোং (বাংলাদেশ) লি: এর ডিষ্টিলারি'র স্পেন্ট-ওয়াশ ব্যবহার করে প্রতিবছর প্রায় নয় হাজার মেট্রিক টন জৈব সার উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে, প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রথম বছর প্ল্যান্টটি পরীক্ষামূলকভাবে পরিচালিত হচ্ছে । প্রকল্প পরিচালক জানার যে, আগামি ডিসেম্বরে প্ল্যান্টটি মাননীয় শিল্প মন্ত্রী কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হবে। এরপর আগামি জানুয়ারি/২০১৪ থেকে অর্থাৎ প্রকল্প সমাপ্তির পর দ্বিতীয় বছর থেকেপ্ল্যান্টটি সম্পুর্ণরুপে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন কর্মসূচিতে চলে যাবে, এবং তখন নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রতি বছর প্রায় নয় হাজার মেট্রিক টন জৈব সার উৎপাদন করা সম্ভক হবে বলে তিনি জানান।

১২.০ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন, বাস্তবায়নোত্তর এবং অন্যান্য সমস্যা

১২.১.১ প্রকল্প অনুমোদনে বিলম্ব

প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১১ হলেও প্রকল্পটি অনুমোদিত হয় ১১-১১২০০৯ খ্রি: তারিখে । অর্থাৎ প্রকল্পটি জুলাই ২০০৯ থেকে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও প্রথম পাঁচ মাস অতিবাহিত হয়েছে কেবল প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াজনিত কারণে।

১২.২.২ প্রকল্প প্রণয়নে পরিকল্পনা শৃংখলার ব্যতয়

প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে অর্থ বিভাগের জনবলের ধরন ও সংখ্যা নির্ধারণ-সম্পর্কিত কমিটি'র সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত নেই । উক্ত কমিটির সুপারিশ ব্যতিরেকে প্রকল্পটি প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে, যা পরিকল্পনা শৃংখলার ব্যত্যয় বলে প্রতীয়মান হয় ।

১২.১.৩ প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি

প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন খাতে ব্যয় বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন নতুন অংশ/কাজের অন্তর্ভূক্তির দরুণ দ'দফা প্রকল্পটি সংশোধন করে এর মেয়াদকাল ও ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়।

১২.১.৪ প্রকৃত প্রয়োজন যাচাই না করে প্রকল্পের আওতায় যন্ত্রপাতি ক্রয় ও নির্মাণকাজের প্রস্তাব করা

প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজন যথাযথভাবে যাচাই না করে মূল প্রকল্পে স্থানীয় যন্ত্রপাতি খাতে ১২ প্রকারের মোট ১৫টি যন্ত্র /সরঞ্জাম ক্রয়ের প্রস্তাব রাখা হয়। মূল প্রকল্পে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ক্রয় এবং কম্পোষ্ট বেড নির্মানের কোন প্রস্তাব ছিল না । পরবর্তীতে প্রকল্পের ১ম সংশোধনে বৈদ্যুতিদক সরঞ্জাম ক্রয় এবং কম্পোষ্ট বেড নির্মাণকাজ অন্তর্ভূক্ত করা হয়। অপরদিকে ১ম সংশোধনে সংযোগ সড়ক নির্মাণ, সৌর প্যানেল স্থাপন, স্পেন্ট –ওয়াশ লেগুন নির্মাণ, কম্পোষ্ট বেড এবং লেগুনের পানি প্রতিশোধন ব্যবস্থার জন্য High Density Ploy Ethylene Sheet সংগ্রহের প্রস্তাব অন্তর্ভূক্ত ছিল না। প্রকল্পের ২য় সংশোধনে এ সকল অংগ/কাজ অন্তর্ভূক্ত করা হয় । অধিকন্তু, ২য় সংশোধনে স্থানীয় যন্ত্রপাতি খাতে পূর্বের অধিকাংশ আইটেম বাদ দিয়ে দেয়া হয়। এতে স্পস্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজন সঠিকবাবে যাচাই না করেই যন্ত্রপাতি ও নির্মাণকাজ প্রস্তাব করার দরুণ প্রকল্প সংশোধন করত তা সংগ্রহ/সম্পন্ন করতে যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়েছে। প্রকল্প প্রণয়ন ও পরিচালনায় প্রকল্প কর্তৃপক্ষের পর্যাপ্ত জ্ঞান/তথা এবং দুরদর্শিতার অভাব দেখা যাচ্ছে । মূল প্রকল্প প্রণয়নকালে প্রয়োজনীয় যন্ত্র ক্রয় এবং প্রয়োজনীয় নির্মাণকাজের প্রস্তাব থাকলে প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় দু'দফা বৃদ্ধি করতে হতো না। এক্ষেত্রে, প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প কর্তৃপক্ষ-কে যথযথ নির্দেশনা প্রদান করা উচিৎ ছিলো।

১২.১.৫ অনুমোদিত বরাদ্দের অধিক ব্যয়

(ক) এরো-টিলার যন্ত্র ক্রয়ের জন্য অনুমোতিদ আরডিপিপিতে সিএফআর কাতে মোট বরাদ্দকৃত অর্থের (১৯৭.৮৯ লক্ষটাকা) অতিরিক্ত ৩.২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করে মোট ২০১.০৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে । এছাড়া, অন্যান্য মাশুল কাতে অনুমোদিত বরাদ্দ (১.৩৪ লক্ষ টাকা) অপেক্ষা অতিরিক্ত ০.১১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

(খ) স্থানীয় যন্ত্রপাতি খাতে অনুমোদিত বরাদ্দের (১৩৪.০০ লক্ষ টাকা) অতিরিক্ত ০.৫১ লক্ষ টাকা তথা মোট ১৩৪.৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। পল্লী বিদ্যুতের সংযোগ ফি বৃদ্ধির দরুণ এ অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে মর্মে সমাপ্তি প্রতিবেদনে উল্লেক আছে; তবে পল্লী বিদ্যুতের সংযোগ ফি এখনও প্রদান করা হয়নি । পল্লী বিদ্যুতের সংযোগ ফি বাবদ সংস্থানকৃত অর্থ প্রকল্পের ব্যাংক হিসাব থেকে কেরু এন্ড কোং (বাংলাধেশ)লি:এর ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে এবং সমাপ্তি প্রতিবেদনে এ খাতে ব্য হয়েছে মর্মে প্রদর্শন করা হয়েছে ।

অনুমোদিত বরাদ্দ অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয় পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃংখলার সম্পূর্ণ পরিপন্থী । এ অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের জন্য প্রকল্প সংশোধন করা প্রয়োজন ছিল, যা অনুসরণ করা হয়নি ।

১২.২ প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর সমস্যা

১২.২.১ যন্ত্রপাতি এবং অবকাঠামোসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ

প্রকল্পের অধীনে সংগৃহীত যন্ত্রপাতসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । এরো-টিলার, প্যাকিং প্ল্যান্ট, এবং পবেষণাগারের যন্ত্রপাতিগুলো অত্যন্ত বিশেষায়িত, সংবেদনশীল এবং অত্যাধুনিক; বিধায় তাদের সুষ্ঠু পরচালনা এবং দীর্ঘমেয়াদি ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি অন্যথায় স্পর্শকাতর এ সকল আধুনিক যন্ত্রপাত যথাযথ রকজষণাবেক্ষণের অভাবে অল্প সময়ের মধ্যে অকেজো/কাজের অনুপযোগী হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবন এবং অন্যান্য অবকাঠামো যথাযথবাবে সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা জরুরি ।

১২.২.২ জনবলের অপ্রতুলতা

প্রকল্পটির মাধ্যমে একটি জৈব বায়ো-সার প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে; যা এদেশের জন্য নতুন একটি বিষয়। প্ল্যান্টটি পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থায়ীভিত্তিতে কোন জনবল নিয়োগ দেয়া হয় নি । পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, কেরু এন্ড কোং (বাংলাদেশ) লি: এর উপ-মহাব্যবস্থাপক (ল্যাব) অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে বর্তমানে প্ল্যান্টটির দায়িত্বে আছেন । তাঁর পক্ষে সর্বক্ষণ সময় দেয়া সম্ভব হয় না । তাছাড়া, প্রশিক্ষিত অপারেটর, নিরাপত্তারক্ষী, এবং অন্যান্য জনবলেরও অভাব রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের অর্থে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করে স্থাপিত প্ল্যান্টটি কেবল জনবলের অভাবে অকার্যকর হয়ে যাবে, তা কোনভাব্ কাম্য নয়। বর্তমানে প্ল্যান্টটি পরীক্ষামূলকভাবে পরিচালিত হলেও আগামি জানুয়ারি ২০১৪ থেকে এটি সম্পূর্ণরুপে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন কর্মসূচিতে চলে যাবে। তখন অস্থায়ী জনবল দিয়ে প্ল্যান্টটি পরিচালনা করে উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব হবে না । প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট সুবিধাদির সবোর্চ্চ ব্যবহার

নিশ্চিতকল্পে তথা প্ল্যান্টটি কার্যকর ও ব্যবহারোপযোগী রাখতে হলে এবং সর্বোপরি দীর্ঘমেয়াদে প্রকল্পটির উদ্দেশ্য সাধনকল্পে প্ল্যান্টটির সার্বক্ষণিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে বাস্তবভিত্তিতে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দেয়া জরুরী ; অন্যথায় প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়।

১২.৩ অন্যান্য সমস্যা/ত্রুটি

১২.৩.১ আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, এবং অফিস সরঞ্জামসমূহের পায়ে সনাক্তকরণ চিহ্ন না থাকা

প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত আসবাবপত্র, অফিস/কম্পিউটার সরঞ্জাম, এবং গবেষণাগারের যন্ত্রপাতর গায়ে কোন সনাক্তকরণ চিহ্ন নেই । ফলে, সেগুলো সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বা কোন প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহ করা হয়েছে, তা বুঝা যায় না ।

১২.৩.২ প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ না করা

আলোচ্য প্রকল্পটি গত ৩১-১২-২০১২ খ্রি:তারিখে সমাপ্ত হলেও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন পাওয়া যায় গত ০১-০৭-২০১৩ খ্রি: তারিখে । প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে সমাপ্তি প্রতিবেদন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রেরণ করার বিধান আছে ; কিন্তু আলোচ্য প্রকল্পের প্রতিবেদন প্রায় সাত মাস বিলম্বে প্রেরণ করা হয়েছে , যা কোনভাবেই কাম্য নয়।

১২.৩.৩ প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন এ তথ্যগত অসম্পূর্ণতা

সমাপ্তি প্রতিবেদনের Part-B এর ৬ নং অনুচ্ছেদে (পৃষ্ঠ-০৫) প্রদর্শিত টেবিলটি অসম্পূর্ণ; কেননা, সেখানে প্রকল্পের প্রথম প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কে কোন তথ্য সন্নিবেশিত হয় নি । এ ছাড়া Part-c এর ০১ (বি) নং অনুচ্ছেদের (পৃষ্ঠা-০৮) নিচে প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাঘারে জমাদানের কপি সমাপ্তি প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ থাকলেও সমাপ্তি প্রতিবেদনটি পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, সেটি সংযুক্ত করা হয়নি ।

১২.৩.৪ বিবিধ

মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন এর প্রত পৃষ্ঠায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর নেই ।

১৩. সুপারিশ/মতামত

১৩.১ জৈব সার মাটি ও পরিবেশের জন্য বেশ উপকারী।খাদ্যশস্যসহ অন্যান্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহার করে সারাদেশ লাভবান হতে পারে । জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পেলে রাসায়নিক সারের ব্যবহার হ্রাস পাবে; ফলে, রাসায়নিক সারের আমদানি কমে আসবে। চিনিকল এবং ডিস্টিলার'র বর্জ্য যাদের কোন অর্থনৈতিক ব্যবহার নেই বরং পরিবেশের উপর বিরুপ প্রভাব ফেলে; তাদের আলোচ্য প্রকল্পটির আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদির মাধ্যমে কাজে লাগিয়ে জৈব সার উৎপাদনের উদ্যোগটি প্রশংসনীয় । তবে, সম্পূর্ণরুপে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাওয়ার পর প্রভাব মূল্যায়নের মাধ্যমেই প্রকল্পটির প্রকৃত সার্থকতা নিরুপন করা সম্ভব হবে :

১৩.২ প্রকল্পটি সার্থক হলে দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের চিনিকলসমূহের বর্জ্য কাজে লাগিয়ে জৈব বয়ো-সার উৎপাদনের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে । এ প্রেক্ষিতে, উক্ত অঞ্চলে একটি প্ল্যান্ট স্থাপনের উদ্যোগ নেয় যেতে পারে ;

১৩.৩ ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুমোদন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত কাজে যেন অস্বাভাবিক বিলম্ব না ঘটে, সে বিষয়ে সংস্থা, মন্ত্রণলয় এবং পরিকল্পনা কমিশন সচেষ্ট থাকবে (অনুচেছদ-১২.১.১)।

১৩.৪ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে অর্থ বিভাগের জনবলের ধরন ও সংখ্যা নির্ধারণ সম্পর্কিত কমিটির সুপারিশ অন্তর্ভূক্ত নেই। উক্ত কমিটির সুপারিশ ব্যতিরেকে প্রকল্পটি প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে , যা পরিকল্পনা শৃংখলার ব্যত্যয় বলে প্রতীয়মান হয় । এ বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশন ব্যাখ্যা প্রদান করবে (অনুচ্ছেদ ১২.১.২)

১৩.৫ ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়নকালে প্রকল্প সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও পূর্ণাংগ তথ্য সংগ্রহ করে প্রকল্প প্রণয়ন করতে হবে । প্রকল্প প্রস্তাবে ক্রয়/নির্মাণকাজ তথা প্রকল্পের অংগ নির্ধারণকালে আরও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে । প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কে আরও দূরদর্শী হতে হবে । ত্রক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রকল্প কর্তৃপক্ষ/বাস্তবায়নকারী সংস্থা-কে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করবে যেন প্রকল্প বাস্তবায়নকালে মন্ত্রণালয়কে অহেতুক বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে না হয় (অনুচ্ছেদ-১২.১.৪)

১৩.৬ অনুচ্ছেদ-১২.১.৫ (ক) ও (খ) এ উল্লেখিত অনুমোদনহীন অতিরিক্ত ব্যয় কিসের ভিত্তিতে করা হয়েছে, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন । প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিষয়টি খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । তাছাড়া, পল্লী বিদ্যুতের সংযোগ না পেয়েই অনুমোদনহীনভাবে সংযোগ ফি এর পরিমাণ বৃদ্ধি এবং এ অর্থ প্রকল্পের ব্যাংক হিসাব থেকে কেরু এন্ড কোং (বাংলাদেশ) লি: এর ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তরের বিষয়ে প্রকল্প স্টিয়ারিং

কমিটি'র সুপারিশ এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন আছে কি-না, তার ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে । শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক সমগ্র বিষয়টি খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি । পল্লী বিদ্যুতের সংযোগ প্রাপ্তির সর্বশেষ অবস্থা এবং সংযোগ পেয়ে থাকলে কী পরিমাণ ফি প্রদান করা হয়েছে, তা আইএমইডি-কে জানাতে হবে, এবং অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে ফেরত প্রদান করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১২.১.৫ (ক) ও (খ) ;

১৩.৭ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামসমূহ এবং নির্মিত ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো/স্থাপনার সুষ্ঠু ও নিয়িমত রক্ষণাবেক্ষণ এবং কার্যকর রাখার স্বার্থে সেগুলো সংস্থার টিওইভুক্ত করে রাজস্ব বাজেটে বাৎসরিক পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখতে হবে (অনুচ্ছেদ ১২.২.১);

১৩.৮ বাংলাদেশ সরকারের অর্থে সৃষ্ট সুবিধাদির সবোর্চ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে তথা স্থাপিত প্ল্যান্টটি কার্যকর ও ব্যবহারোপযোগী রাখতে হলে এবং সর্বোপরি দীর্ঘমেয়াদে প্রকল্পটির উদ্দেশ্য সাধনকল্পে প্ল্যান্টটির সার্বক্ষণিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে সংস্থার রাজস্ব বাজেটে বাস্তবভিত্তিতে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করার বিষয়ে সংস্থা এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১২.২.২);

১৩.৯ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহনসমূহের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ এবং সচল রাখার জন্য সেগুলো সংস্থার টিওইভূক্ত করে রাজস্ব বাজেটে বাৎসারিক পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখতে হবে ।

১৩.১০ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে এবং দ্বৈততা পরিহারের স্বার্থে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত অফিস সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, এবং গবেষণাগারের যন্ত্রপাতিসমূহের গায়ে অনতিবিলম্বে প্রকল্পের নাম নির্দেশক সনাক্তকরণ চিহ্ন প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । গবেষণাগারের যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে প্রকল্পের নামের পাশাপাশি সংক্ষিপ্ত আকারে যন্ত্রটি নাম, প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানে ও দেশের নামও উল্লেখ থাকা আবশ্যক (অনুচ্ছেদ-১২.৩০১);

১৩.১১ প্রকল্প সমাপ্তির প্রায় সাত মাস পর প্রকল্পের ' সমাপ্তি প্রতিবেদন আইএমইডি-তে প্রেরণের বিষয়ে মন্ত্রণালয় ব্যাখ্যা প্রদান করবে (অনুচ্ছেদ-১৩.৩.২);

১৩.১২ ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সঠিক ও পুর্ণাংগ তথ্য এবং প্রতি পৃষ্ঠায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর সম্বলিত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন নিধারিত সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রেরণের বিষয়ে সংস্থা এবং মন্ত্রণালয় সচেষ্ট থাকবে (অনুচ্ছেদ ১২.৩.২, ১২.৩.৩ ও ১২.৩.৪);

১৩.১৩ প্রকল্পের অডিট আপত্তিসমূহ নিস্পত্তি না হয়ে থাকলে সেগুলো নিস্পত্তি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৩.১৪ প্রকল্পের আওতায় সকল কাজের দরপত্র সংক্রান্ত তথ্য শিল্প মন্ত্রণালয় পরীক্ষা করে দেখতে পারে ; এবং

১৩.১৫ উপর্যুক্ত সুপারিশ/মতামত অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০২(দুই) মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ- কে অবহিত করতে হবে ।